

কনক কাশিনী ।

অদ্বৈত যদ্যপি পুস্তক কাব্য ।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক

লিখিত ।

শ্রীযুত গৌড়ীচরণ পালের

আদেশানুসারে ।

কলিকাতা ।

প্রদীপ্তি নং ১০০ নং সর্বমে এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন

দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৬৮ সাল ।

ভূমিকা ।



অসত্য মগরে বাস, তাবাটাম সুপ্রকাশ,
জাতিতে কারহু কিত্তিপতি ।
মহাশয় মহাশয়, মর্য্য লোকে মন্য কয়,
প্রকাপে সমান লক্ষ্যপতি ॥
হর রাজা অভিচার, বর্ষিয়ারে সাব্যস্ত কয়,
কুলে মানে মর্য্যংগে সুন্দর ।
শিল্পার নিম্ন মনোর, ইন্দ্রপুরি জন্ম হয়,
চাটী খাশে কাটা চারি খড় ।
হাথে বেষ্টিত ফাগুন, রক্তাক্ত গুলী মনোর,
গাফিলে মারে লাঞ্ছিতারে ।
মোহন পায়ান রক্ত, ভ্রমিতেছে আনন্দ,
বিশাখী ফিরিতে ঘাটে দায়ন ॥
হেতর চারি দার, নৃপকিন্তি ভয়ংকর,
দেবানয় বিজ্ঞানর কত ।
চারি অঙ্গ অগ্নয়, কটীর চক্করগণ,
ভ্রমিতেছে নৃপ আভা মত ॥
বিশ্বকোর নাহি রক্ত, চাপায় পায়ন বাক্য,
বাঁধি করে রাখে কাটাঘাটে ।
শিক্ত মন্য পালন, করে অর্থ বিতরণ,
চীন চীন পরিচয় সবারে ।
সুহ মন প্রকাশনে, পালন করে দলনে,
নাহি দুঃখ রাজ্যের নিতর

কুমদ কামিনী ।

সদা চর্য সর্বজন, লয়ে তারা সুতপৎ,

সদানন্দে দেয় রাজ কর ॥

বাশে রাজ রাজেশ্বরী, বিরাজে কেশরী পরি,

দশভুজা দশভুজ নাশিনী ;

নৃপের বুধল রানী, গুণে সম বীণাপানি,

কপে রত্না ভিলোক্তমা জিনি ॥

নাহি নৃপতির সূত, সূত বিনে ছঃখযুত,

সদা করে ঈদ্য আরাধনা ।

নানা ব্রত নানা মতে, করে নৃপ শাস্ত্র মতে,

সূত লাগি নদত ভাবনা ॥

ভুধরের সহোদরী, সাগর্য নভী সুসুন্দরী,

মনা ধনা নারী বলি কারে ।

রাখি সহ ভদ্রিপতি, আনি কাপন বসতি

ভাসিলেন সুখের পাথারে ॥

কিছু দিন পরে সতী, হইলেন গর্তবতী,

পরে প্রসবিলেন কুমার ।

মহানন্দে মহীপাল, রাখি নাম রামলাল,

সদা কাছে রাখে আপনার ॥

শ্রী নমো মুখশশী, হেরে হেরে মন মসী,

অপকুপ সরোজ লোচন ।

করি গুণ সম কর, বিষ জিনি ওষ্ঠাধর,

বর্ণ সম তরুণ অরুণ ॥

কিছু দিন পরে পুনঃ, প্রকাশিয়া কহি শুন,

পুনঃ প্রসবিলেন নন্দন ।

বনয়ারিলাল নাম, নানা গুণে গুণধাম,

নাম তার রাখিল রাজন ॥

কুমদ কামিনী ।

৩১

রাজ্য তাঁর ভাগিন্যার, সমর্পণ করে তার,
তীর্থ পর্য্যটনে অভিলাসী ।

লয়ে পাত্র নিজগণ, ত্যজে নিজ নিকেতন,
গমন করেন সুখে তাসি ॥

সৈন্য সামন্ত সহিত, আদি গুরু পুরোহিত,
জনবর হলো দেশে দেশে ।

সদা কাম্যনৈর ধ্রুনি, কল্পিত হলো ধরণী,
চলে তবে নৃপের আদেশে ॥

করি অশ্ব অগণন, সংখ্যা করে কোন জন,
ছাড়ি জ্ঞান দেশ কত শত ।

দ্বিধা ভক্ত হলো পরে, সকলে বিজ্ঞান করে,
বিভাবরি হইল আগত ॥

পাত্র নিজ রত্নগণ, আসি নৃপের সমন,
শাস্ত্রালাপ করেন সকলে ।

করিকুল চূড়ামণি, কারাগার শিরোমণি,
কহিছেন পরিহাস ছলে ॥

অবনীতে দারা দার, ননোনীত আছে বার,
অহিকের সুখী সেই জন ।

থলে সাধা প্রিয়া সতী, ভাগ্যবতী গুণবতী,
হিত চিন্তা করে সর্লক্ষণ ॥

হরদাস ন্যায়রত্ন, নৃপের প্রধান রত্ন,
সমাদরে কন নৃপবরে ।

কামিনী নামেতে পতি, কণবতী ছিল অতি,
ধন্য ধন্য মানা ক্রিতিপরে ॥

চন্দ্রচূড় নৃপবর, বাস কান্তিক নগর,
তাঁর হৃদা ছিলেন কামিনী ।

কুমদ কামিনী ।

কুমদমোহন নাম, সুরাট নগরে ধাম,

সুরেশ নৃপের সূত জিনি ॥

মনে ছাংখে আপনার, তেজে নিজ অধিকার,

মহারণ্যে করেন ভ্রমণ ।

কিছু দিন পরে রায়, একাকী ভ্রমি তথায়,

দেখিলেন যোগী এক জন ॥

ছজন্য গেল ছাংখ, হেরে ছজন্য মুখ,

থানে হস্তে উঠি যোগীবর ।

ধিচ্ছানিলেন রাজনে, কি কারণে একাননে,

ভ্রমিতেছ হেরি একেশ্বর ।

কোথা বাস কিবা নাম, কহ নৌরে স্বপনাম,

কেন হেরি বিবদ বদন ।

কার ছাংখে পেয়ে ছাংখ, সুখায়েছে চন্দ্রকর,

কহ মোবে করি নিবেদন ।

যোগীবরে চন্দ্রমিয়ে, কর্ণহাসন বিশেষিয়ে,

নৃপসূত ছাংখ আপনার ।

শুনে যোগী বিবরণ, শাস্ত কার তার মন,

রাখিলেন কাছে আপনার ॥

কামিনীর বিবরণ, নৃপ সূতে যোগী কন,

তার রূপ করিয়ে বর্ণন ।

কুমদমোহন তার, শুনি রূপ চমৎকার,

কান্তিকেতে করেন গমন ॥

বিবাহে হয়ে কাতর, সদা বিনাদ অন্তর,

নাহি নিভ্রা ক্ষুধা ভৃষ্টি তার ।

বিনলা নামে তাঁতিনী, মিলায়ে দিল কামিনী,

বাসা দিল বাসে আপনার ॥

সাজায়ে কুমদে নারী, সে শোভা বর্ণিতে নারি,
লয়ে যত নিত্য বিভাবরী ।

নৃপবাসে সংগোপনে, নৃপ স্তুতার সদনে,
লুকাইয়া যতেক প্রহরি ॥

এক নিম্নী দৈবাধীন, সর্বাধিক হয় শীন,
রসবসে মাত্রে ছুজনে ।

অঙ্গ হইল রক্তনী, কু উদিত দিনমনি,
মহানন্দে জানে নাহি মনে ॥

পরে আগি দাসীগণ, হেরে কুমদ বদন,
নিবেদিল নৃপের সদনে ।

তিনিযে ফোঁটে রাজন, কুমদে করে বন্দন,
কারাগারে রাখে দূতগণে ॥

নৃপস্তুত মৃদুভাসে, আনি যোগী নৃপবাসে,
যোগী দুঃখ করিল মোচন ।

যোগীবর নৃপবরে, বিনয়ে সাধুনা বরে,
কুমদের কন বিবরণ ॥

তিনিযে ধরিণীপতি, হইয়ে আনন্দ কতি,
কামিনীর দিলেন বিবাহ ।

কুমদমোহন লয়ে, আনন্দে নিমগ্না হয়ে,
কুল কার্য্য করেন নির্বাহ ॥

কুমদমোহন রায়, থাকিবে সুখে ভবায়,
নিজ বাসে করেন গমন ।

চন্দ্রচূড় নৃপবর, হয়ে হরিষ অন্তর,
জামতারে দিল বহুধন ॥

কামিনী আনন্দে ভাসী, সঙ্গে লয়ে দুই দাসী,
চলিলেন নাথের ভবনে ।

কুমদ কামিনী ।

করে তরি আরোহণ, কুমদমোহন কন,
খুলিবারে নৌকা বাহিগণে ॥

পবন সম গমনে, বাহিছে নাবিকগণে,
কানীধামে হল উপনিত ।

নাবীক সকলে রায়, করিল তথা বিদায়,
বঞ্চে মুখে কামিনী সহিত ॥

কহি শুন ভাগ্যধর, ঠাকুর সদাগর,
নামেতে আছিল ধনধান ।

কীশোরি নামেতে কন্যা, কপেতে পরণীধন্য,
ভুব হারি কামের কামান ॥

নয়ন কটাক্ষ ভাগ, হেরিলে সে হেরে প্রাণ,
নেক চুড়া নয় কুচ তার ।

ছিল কুল যিনি নাশা, পিকবর যিনি লাস,
তার ভুলে নারি নাহি আর ॥

গটে হেরে তার কপ, ভাবে কত নবভাষা,
নলো ছুয়ে আকুল অনুর ।

সম্ভোগনে চুই জনে, মিলন হলো যতনে,
নলো মুখে ভুঞ্জে নিরন্তর ॥

কামিনী বহিষ্য সন্ন্য, সাবিত্রে আপন কন্য,
কীশোরিরে বিবাহ করিল ।

লুকায়ে আপন নাথে, চুই দাসী লয়ে নাথে,
নারী হয়ে পুরুষে ছলিল ॥

লয়ে কামিনী কীশোরি, কানীধাম তাজা করি,
চলিলেন আপন ভবন ।

কুমদমোহন রায়, করিল সতে বিদায়,
উপনিত জনক সদন ॥

कुमन खासिनी ।

2

ହେରେ କୁଳ ନୂପବର, ହସେ ହରିଷ ଅକ୍ତର,

দ্বীপ হীনে অর্থ বিতরণ।

হজো মুখি পুরনাসী, জানন্দ, সাগরে ভাসি,

ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

କମଳା ନଗରেশ୍ବର, କବିତ୍ରେ ସୁଗଳ କର,

ଅଗତି କରେନ କବିହରେ ।

દાનિની કુશારિ ધન્યા, માયા મતી મહામાના,

कुला नाहि कतनी छिट्टर ॥

अविद्वत् दत्त त्रास, हेडिशाम शल मास,

জুউদিত্ত হেরি দিবাকন ।

ସୁଧମତ ବିହରାଦେବ, କବିଳ ସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା,

ସୁଦୂର ଆଦେଶେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ॥

ସଂସଦାକାରେ ନିର୍ବାଚ. ରାଜକରକ: ମୁଦ୍ରକଂଶ,

বিশিষ্ট ভাবিয়ে তবানী :

ଓଃ ଗୁଣ ନିବେଶନ, ମୟୀପେ କୁହାମୟ.

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ॥

মুগীপত্র

| | |
|---|----|
| মিকা | ১১ |
| একপুত্র ও যোগীর বিবরণ | ১২ |
| একপুত্রের সহিত যোগীর কথোপকথন | ১১ |
| যোগী কর্তৃক কামিনীর রূপ বর্ণন | ১৩ |
| যোগীর নিকটে হইতে কুমদের বিদায় | ১৪ |
| কুমদের কান্দিপ নামের উপনীত ও সহচরীগণ কর্তৃক বারো দান বর্ণন | ১৫ |
| কুমদমোহনের বিমলা কামিনীর সহিত নাক্ষত্র | ১৬ |
| বিমলার নিকটে কুমদের কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা | ১৭ |
| কুমদের বিমলার সহিত কথোপকথন ও আক্ষেপ | ১৮ |
| কামিনীর নিকটে বিমলার গমন ও কুমদের পরিচয় | ১৯ |
| কামিনীর কোর্টালগণের প্রতি আদেশ | ২০ |
| কুমদের রমণীর রূপ বারণ ও কামিনীর নিক্তি মিলন | ২১ |
| কুমদ কামিনীর বিবাহ | ২২ |
| কামিনীর রহস্য | ২৩ |
| কুমদ কামিনীর রহস্য | ২৪ |
| কামিনীর কুমদের সহিত রহস্য | ২৫ |
| কুমদ কামিনীর বিহার আরম্ভ | ২৬ |
| কামিনীর আক্ষেপ | ২৭ |
| অনঙ্গ মঞ্জুরীর রাণীর নিকটে গমন | ২৮ |
| কামিনীর প্রতি মহাবীর ভৎসনা | ২৯ |
| রাণীর কোর্টালগণের প্রতি আদেশ | ৩০ |
| কামিনীর আক্ষেপ | ৩১ |
| কামিনীর বিলাপ ও কুমদের চোর ধরা আক্ষেপ উক্তি | ৩২ |
| চোরের রাজসভায় কথোপকথন | ৩৩ |

বিমলারে রাজসভার আনিতে রাজার আদেশ ও

| | |
|--|-----|
| কোটালগণের গমন | ৫৫ |
| বিমলারে জেয়া কোটালগণের রাজসভায় উপনীত | ৫৬ |
| কুমদের রাজার নিকটে আবেদন | ৫৮ |
| কুমদপুত্রের বোঝান নিকটে গমন | ৫৯ |
| কুমদীর নিকট কুমদের কথোপকথন | ৬১ |
| কুমদের নিকট যোগ্যর রাজ সভায় উপনীত | ৬৩ |
| কুমদ কামিনীর কথোপকথন বিবাহ | ৬৭ |
| কুমদ কামিনীর ত্যাগ | ৬৯ |
| কুমদমোহনের রাজার নিকটে আবেদন হইবার প্রার্থনা | ৭১ |
| কামিনী কামিনী কুমদমোহনের বিবাহ | ৭৩ |
| কুমদ কামিনীর কামিনীকে উপনীত ও কামিনী কামিনীর | |
| নিকট কুমদের আবেদন | ৭৫ |
| কুমদের কথোপকথন ও কামিনী কামিনীর নিকটে কুমদের | |
| নিকট | ৭৮ |
| কুমদের কামিনীর নিকট কামিনী ও কামিনীর আবেদন | ৮০ |
| কুমদের নিকটে কামিনীর হইতে বীণা পেরাণ | |
| কুমদ কামিনীর কামিনীর নিকটে গমন | ৮১ |
| কুমদ কামিনীর বহান ও বিবাহ | ৮৫ |
| কুমদ কামিনীর গমন | ৮৮ |
| কুমদের আবেদন | ৯০ |
| কামিনী কামিনীকে কামিনীর পরিচর | ৯২ |
| কামিনীর কামিনীর নিকট বিবাহ ও তারি আরোহণ | ৯৩ |
| কামিনীর কামিনীর নিকট বহান | ৯৮ |
| কুমদমোহনের আবেদন ও তারি আরোহণ | ১০০ |
| কুমদমোহনের জুরাট নগরে উপনীত | ১০২ |

কুমার কামিনী নামক গ্রন্থারম্ভ ।

রাজপুত্র ও যোগীর বিবরণ ।

নিবীড় কাননে যোগ করে যোগীবর ।

জন শূন্য সেই স্থান থাকে একেশ্বর ॥

এড়াইবে নানা দেশ পৰ্ব্বত কানন ।

ভুঙ্কায় নানকুল হয়ে ভ্রমেন রাজকন ॥

উপনীত সেই স্থানে বাড়ি অসংখ্য ॥

কেবোন ভেদময়ী সোণী বগে যোগাসনে ।

অনামিয়া দুগাঙ্গু তা ভাবেন অশ্বরে ।

জ্যোতি মন সুপ্রভাত এতদীন পারে ॥

বহু দীন ভ্রমি আমি কাননে কাননে ।

হেনকপ কতু আমি না দেখি নগ্ননে ॥

রাবির সমান জ্যোতি কানন ভিতরে ।

মণিময় দীপ্তময় নল্লাট উপরে ॥

দুঃখিত হইয়ে অটা পরেছে ভূমেতে ।

সাপিনী তাপিনী জ্বালি শোভিছে শিরেতে ॥

কটাক্ষ করিয়া রায় কন যোগীবর ।

কে তুমি একাকি এলে কানন ভিতর ॥

কিবা নাম হয় তব কাহার তনয় ।

কি আশে এসেছ হেথা কোথায় আলয় ॥

কহ মোরে সত্য বাণী সাধুরনন্দন ।

মন ভুঙ্খী দেখি কেন বিরসবদন ॥

কুমার কামিনী ।

রাগ বলে কহি শুন মম বিদরণ ।

পুরাটে নামেতে রাজ্য সুরেশ রাজন ॥

ভাঁহার তনয় আমি শুন মহাশয় ।

কুমারমোহন নাম সুদটে আলয় ॥

বন্ধুর বিচ্ছেদে আমি জমি নিরস্তর ।

তোথে খাম করে বাঁধ কানন ভিতর ॥

যতেক কুলদগণ ছিল মম দেশে ।

অর্থ ভীষ ঘেরী মোরে তুচ্ছ করে শেষে ॥

স্বীয় মনে বাসী লাজ ভাঁহার কারণে ।

দিল বিতাবরী থাকি সঞ্চল নয়নে ॥

বোখাও না পাই ধীর জুড়াতে জীবন ।

বন্ধুর বিচ্ছেদানলে পড়ে নদা মন ॥

কি করি কিসে নিবারি মনেছি খানল ।

অনির্ভয়ে মন ভাঙে দেহ নে অনল ॥

অসম্ম করেছি লায় ধম আমি যত ।

কুসঙ্গে কুপথে মম চিত্ত হরে রত ॥

এখন ভাবিতে গেলে পাবাণ বিহরে ।

ধরনী দুলাক হলে প্রবেশি ভিতরে ॥

মনেতে ভেবেছি আর সেই পরাংপর ।

অসম্ম সংসার মজে নত্যা বোণেশ্বর ॥

ধিকরে প্রেমীতগণ বন্ধু মায়া আগলে ।

বারেক মা কর চিন্তা সেই নন্দলালে ॥

বার নামে ভবে নর বুখে হয় পার ।

তারে ভাবি হৃদয় রচিল পয়ার ॥

রাজপুত্রের সহিত যোগীর কথোপকথন ।

পর্যায় ।

কুনিমে কহেন যোগী শুন হে রাজন ।
 তাহার কারন কেন এত উচাটন ॥
 ঐশ্বর্যধর ঐশ্বর্যধর ভাব জগদীশে ।
 নন্দা রূপ সেই নাম পরম হরিষে ॥
 সুখের সময় হইলে মিলে বন্ধুগণ ;
 কালের সময়ের বন্ধু মেলা চূড়চটন ॥
 তবএব কই শুন শুনে নরেশ্বর ।
 কামিনী বসন কর কপন কাতর ॥
 এতদিন গাঢ়িমে কুনি দ্বারা বৈ জীবন ।
 ধর্ম কবি কপন কর পাণ্ড কর মন ॥
 এখন অধিক দিবা আছে নুপমদি ।
 নগরে করণে যাত্রা হইবে রজনী ॥
 মিন্দিতে আগমিবে হেথা বনজন্তু কত ।
 দেখিলে আনন্দে তব প্রাণ হবে হত ॥
 নতকান্যাদি কামি থাকি একাননে ।
 নিত্য মিত্য যোগে দেখি মিশ্র চরীতগণে ॥
 ইচ্ছাবশে নাগরূপ ধরে হুল করে ।
 নানীরূপে ভ্রমে তারা কানন ভিতরে ॥
 প্রতাহ বাক্যের ছলে পোহায় কামিনী ।
 হরিবে তোমার মন দেখায় মোহিনী ॥
 এখন মিনতি রাখ ভূমি ঐশ্বর্যধর ।
 থেকোনা থেকোনা হেথা যাও স্বানাস্তর ॥
 শুনিয়া যোগীরে কন নুপের নন্দন ।
 ললাটে বা আছে মম হইবে ঘটন ॥

কুমদ কামিনী ।

দেখিব বনের শোভা কেমন নিশীতে ।
 যায় যাবে মম প্রাণ ভয় নাই চিতে ॥
 ইহার নিকটে স্থান আছে নৃপবর ।
 কান্তিক নামেতে অতি বিখ্যাত নগর ॥
 চন্দ্রনুভ নামে তথা আছেন নৃপতি ।
 কামিনী নামেতে সুতা অতি রূপবতী ॥
 গরম রূপসী সেই রূপে ধরা ধন্যা ।
 নান'প্রণে গুণবতী নৃপতির কন্যা ॥
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সেই পিতার মননে ।
 গর্ভিত কিশোরে মন সুপারব বতনে ॥
 এ কারণ জ্যোতিষি দিনা নাড়ি হয় ।
 'মহা শুক্ল' ১৫ '১৩' ৩ নৃপের কলয় ॥
 'জ্যোতিষ' মন দুঃখে নিজ বেনে অ'র ।
 কন্যার বিবাহ লাগি প'বে মদ, রায় ॥
 চইবে এখান হতে দ্বিতীয় যোজন ।
 দ্বিতীয় দিবসে তথা করিবে গমন ॥
 পথমধ্যে পাবে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ।
 বারেক পার্শ্বিবে তথা করিতে বিগ্রাম ॥
 নগরে পৌছিলে পাবে বেবা ইচ্ছা কব ।
 অতুলনা সেই স্থান অধিক কি কব ॥
 অতএব কহি শুন শুভে নরনর ।
 থেকান, থেকোনা থের কামন ভিতর ॥
 সুড়ানে তাপিত প্রাণ জাবে মন দুঃখ ।
 রাজকুমারি ভাবি কুমার রচিল কোতুক ॥

যোগী কর্তৃক কামিনী রূপ বর্ণন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

শুনিলো যোগীর বাণী, প্রবোধ মনেতে মানি,
কহিছেন যোগীরে রাজন ।

কামিনী সে রসবতী, সে কি রূপবতী অতি,
কহ শুনি তার বিবরণ ॥

যোগী কন নৃপসুত, শুন হয়ে স্বর্ষসুত,
সেইরূপ বর্ণিবারে নারি ।

অকুল কুমদ হাসি, হেরে জার ছুঃখরাশি,
তার তুলনা নাহি হেরি নারী ॥

সে রূপ লাগিয়া তার, যে হেরেছে এক বার,
নিঃসঙ্গি ভাবে যে অন্তরে ।

দিয়ে মেলিলি তারে, হারি মানিয়াছে তারে,
থেকে থেকে মন ছুঃখ করে ॥

হেরিলে সে রূপ শশী, মরমানে মানে বসি,
স্বীয় মনে বাসে সদা লাক্ষ ।

শুনিলে তাহার ধনী, তুচ্ছ হবে পিক ধনী,
পিক বন শুনিয়া কি কাম ॥

জিনিয়া মরাত গতি, চলে মার রসবতী,
অতুলনা গুণের তুলনা ।

প্রভাতের দিনমণি, জিনি তাহার বরণী,
হেরে ভুলে কুলের অঙ্গনা ॥

নিদ্দিত মাজা কেশরী, কিবা বেণী জাহা নরি,
ধনু সম তুরু ছুই তার ।

হেরিয়া দশন তার, মুক্তা লাজে আপনার,
শলিলে ভুবিল মানিহার ॥

কুমদ কামিনী ।

কি ছার কুরঙ্গ আঁখি, যে হেরেছে তার আঁখি,
হরিয়াছে তারে কটাক্ষেতে ।

কুচ কিবা বক্ষপরে, গিরি সম শোভা করে,
অক্ষে অক্ষ ব্যাক্ষে সচক্ষেতে ॥

নবিনে রমিকা ধনী, পাইবে সে গুণমনি,
কত সুখী অন্তরে হইবে ।

কহি শুন অতপর; তেবনা হে তাবাস্তর,
পূর্ণ শশী হোড়নী পাইবে ॥

অপার সুখেতে তরি, সুধামুখী সে সুন্দরী,
হইবে হে তাহার কাণ্ডারী ।

রাজকুমার ঘোষ ভনে, রেখ হরি ক্রীচরণে,
দীননাথ গোলক বিহারি ॥

যোগীর নিকট হইতে কুমদের বিদায় ।

কামিনীর কণ শুনি কুমদমোহন ।

মুগ্ধ কলেবর বিসাদিত মন ॥

সেই রূপ রসকুপ ভাবে নিরস্তর ।

মিজন বিহনে সদা বিরস অন্তর ॥

হার বিধি কেমানেতে হেরিব নয়নে ।

তারে না পাইলে প্রাণ তাজিব জীবনে ॥

সে আমার আমি তার হইব এসাদ ।

ইহাতে যত্নপি বিধি ঘটান প্রমাদ ॥

সেই রূপ দিবা নিশি হেরি যে অন্তরে ।

ধ্যানে জানে মম প্রাণ ধৈর্য না ধরে ॥

কি হল শুনিয়া তার কপের কাহিনী ।

আছি বেঁধা মৃগ সম দিবস যামিনী ।

গেল আশ নাহি জাগ করি কি উপায় ।
 তাহার বিরহে বুকি ভেবে আশ যায় ॥
 চন্দ্রাননী চন্দ্রামুখী দেহ দরশন ।
 এখন তোমার লাগি জাগ যে জীবন ॥
 প্রণমিয়া যোগীবরে নত করে শির ।
 দুর্গা বলে শুভ যাত্রা করিলেন ধীর ॥
 এড়াইয়া বনপথ সুখেতে রাজন ।
 বসিষা তরুর মূলে ভাবিছে তখন ॥
 নন্দুখেতে সরোবর অতি মনোহর ।
 চারি পাশে পুষ্প হর শোভিছে বিস্তর ॥
 হেনকালে চারি কন্যা আসি উপনীত ।
 কুমদে হেরিয়া সব ভাবে চমকিত ॥
 এক ধনি বলে একি হেরি বৃক্ষতলে ।
 গগণের দর্শি কেন রয়েছে ভূতলে ॥
 ত'তুলনা এইকপ কপোর দাগর ।
 ইহার রমণী ধন্য অবনি ভিতর ॥
 আর এক ধনী বলে সখী মরি মরি ।
 বালে মম মন সদা বাস ত্যজ্য করি ॥
 উগারে লইয়া দুখে ভবে করি খেলা ।
 মনের সাথে ঐ চান্দ্রে হেরিব ছবেলা ॥
 আর যাবে কুল মান তাহে কতি নাই ।
 কদরে রাখিয়া সদা জীবন জুড়াই ॥
 আর ধনী বলে সই কবকি অধিক ।
 আমার মতন নারীর কপালেতে ধিক ॥
 জন্ম অক্ষ পতি মম দুই পদে গোদ ।
 রূপেতে কমল বিনি নাহি বোধ্য বোধ ॥

এমন কুমারী আমি থাকি সুরমান ।
 পতির পতিতে কাল গেল অতিমান ॥
 হোবালে না বুকে সেটা সমা কুচ্ছ করে ।
 বিকালে জনম গেল তার হাতে পাড়ে ॥
 এখন ভেবেছি মনে হব বনচারি ।
 উহারে লইয়া বাব গৃহ বাস ছাড়ি ॥
 বারেক হেরিয়া এ যে হরিলোক প্রাণ ।
 কুটিল বিরহ কুল নাহি দেখি জ্ঞান ॥
 আর এক মনো বলে কি কহিব হার ।
 অবিরত উহারে হেরিতে মন চার ॥
 কি করি বাসেতে গুরুজনেরে ডরাই ।
 না হলে উহারে লয়ে সঙ্গমে বসাই ॥
 পুরুষ কঠিন বড় নাহি দয়া ধর্ম্য ।
 অবলা সম্মানে কেবে এই তার কর্ম্য ॥
 কহ দেখি রসরাজ তব বিবরণ ।
 কি লাগিয়ে বসে থেখা কোথায় তবন ॥
 হরে লয়ে মন প্রাণ বসে তরু তলে ।
 অবশ হয়েছে অঙ্গ নারি যেতে চলে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব কিবা হও নিশাচর ।
 প্রকাশ করিয়া কহ রসের সাগর ॥
 নাহি বাহি পরিচয় হেহ গুণমণি ।
 ত্যজিব সকলে প্রাণ আমরা এখনি ॥
 নাহি বাস ধর্ম্য ভয় ওহে রসরাজ ।
 অবলা বধিতে চিতে নাহি রাস লাজ ॥
 আমরা কুলের নারি নাহি আমি আলা ।
 কাননে বসিয়া তুমি বধে কুলবালী ॥

কুমদ কামিনী ।

অতএব কহি শুন ওহে মনচোর ।
তকর হইয়া তুমি কর এত জোর ॥
সাধের উজ্জান এই পিরীতি রাজার ।
আনন্দ নামেতে কন্যা আহরে তাহার ॥
রায় বলে বাস মম লম্পট নগরে ।
বেলিক আমার নাম ব্যক্ত ধরাপরে ॥
রাজকন্যা কর রায় তুমি হে সুজন ।
বাক্যেতে ভুলিতে পারো পুরুষের মন ॥

কুমদের কাস্তিপ নগরে উপনিহত ও সহচীরগণ কর্তৃক
বারো মাস বর্জন ।

ত্রিপদী ।

কি দেখিহু আজি চক্রে, কলসি করিয়ে কক্ষে,
গিয়াহিহু আনিবারে নীর ।
মিলে সব সহচরী, তার কপ হেরে মরি,
এবে মন হয় নাহি স্থির ॥
কি করি কুলের বালা, নাথ মিলে ভাল আলা,
নিবারিব জীবন পতনে ।
অকুলনা সেই কপ, ত্রিভুবনে সে অরূপ,
তারে বিধি গড়েছে নিজ্ঞানে ॥
আহা মরি কিবা মুখ, হেরে যায় মন ছুঃখ,
সুবর্ণ জীবন তার কাছে ।
হায় হায় প্রাণ যায়, যে জন পড়ে ধুলার,
স্বীয় মনে মনো ছুঃখে আছে ॥
তাহারো সে কপ কাদে, হেরিলে যে প্রাণ কাদে,
বাসে মন বাসে লয়ে যাই ।

কি কব কুলের মারী, লোক লাঞ্জে নাহি পারি,

গুরুজনে সদত ভড়াই ॥

কহি শুন নৃপবালা, সে দিল বিষম আলা,

সে আলা নিভার না মলিলে ।

সে মোরে কটাক্ষ বাণ, হেনেছে করে সন্ধান,

কামানলে দাঁহিলে দাঁহিলে ॥

আমরা জনম দুঃখি, কোন কালে নাহি মুখি,

কালে কাল সদা জ্ঞান করি ।

বৈশাখে যে করে প্রাণ, সে বিনে কে করে জ্ঞান,

মনানলে পুড়ে প্রাণে মরি ॥

বিষম বিরহানল, ইচ্ছা বেতে হলাহল,

যৌবন আলায় প্রাণ হত ।

জৈষ্ঠে তপন কিরণে, বারি এসে ছন্নরনে,

অশ্রময় তনু ওষ্ঠাগত ॥

আঘাতে নিরদ ডাকে, সদা প্রাণ চায় তাকে,

ঐর্ষ্য তরু হইল তপন ।

আবণেতে বর্ষে ধারা, মম নেত্রে শত ধারা,

গেলো নাথ জীবন যৌবন ॥

অনাথ করিলে নাথ, গেছে হানি বজ্রাঘাত,

ভাজেতে আকুল মম প্রাণ ।

পলকে না পাই মুখ, ক্রমে বাড়ে মম দুঃখ,

সদা ভাকি রাখ ভগবান ॥

আশ্বিনে পূজার ধুম, আমার না হয় ধুম,

সকলের পাতি বাসে এসে ।

তার দেখি পড়ে মনে, ইচ্ছা হয় যাই বনে,

মন দুঃখে কাহার উদ্দেশে ॥

কার্তিকে জাতৃ হিতরা, দিব কোটা সুখে গিয়া,

সহোদরে মহা সমাদরে।

তাহে বাদি ননদিনী, সদা কহে কলঙ্কিনী,

পুণনাশী কুচ্ছ করে মরে ॥

অজ্ঞান মাসের কথা, থাকি সেই যথা তথা,

কব কিবা আমার দুর্গতি।

নিশিতে যে করে ভঙ্গ, সদত পাই অভঙ্গ,

যজ্ঞা দিওনা গাভুপতি।

পৌষে শীতের প্রভানে, মন সদা তারে ভাবে,

কাস্ত বিনে হতেছে প্রাণান্ত।

মাঘেতে বসন্ত কাল, কোকিলের স্বরোজাল,

কুছববে বাচিনে নিভাস্ত ॥

সে কাল সুখের কাল, কিন্তু মম পক্ষে কাল,

কালকোকিলে কুল মজালে।

মলয়ার সমীরণে, জীবন ত্যজি জীবনে,

সুখি আমি নাহি কোন কালে ॥

কালগুণে মনাগুণে, অলি প্রাণে মনাগুণে,

দোলযাত্রা হয় মাঘবের।

তাহে হর্ব সর্ব জন, হর্ব ভঙ্গ মম মন,

বাড়ে শোক কুরিতে মাথের ॥

চৈত্রেতে মধুর মাস, সুখমর সুপ্রকাশ,

কিন্তু দুঃখ আমার অপার।

রাজকুক কন্ন নাথ, দিনবন্ধু দিননাথ,

কর দিনে ভবে হরি পার ॥

কুমদমোহনের বিমলা তাঁতিনীর সহিত সাক্ষাৎ ।

পয়ার ।

সহচরীগণে কন নৃপের কুমার ।
 কিবা নাম এস্থানের এ রাজ্য কাহার ॥
 কিবা নাম নৃপতিব কহ বিবরণ ।
 পরম ধার্মিক নৃপ কয়বা নন্দন ॥
 সহচরীগণে কয় শুন মহাশয় ।
 কাশ্মিরনগর নাম সর্ব স্নোকে কয় ॥
 চলচ্ছদ্ম নামে নৃপ জাতিতে কায়স্থ ।
 জ্ঞাতি বন্ধু আদি কত তাহার দারস্থ ॥
 সম্ভ্রাম নাহিক তার একতো নন্দিনী ।
 কি করিব তার কপ নামেতে কামিনী ॥
 নসিয়ে তরুর তলে কুমদমোহন ।
 বাসার কারণ অতি বিরল বদন ॥
 অস্ত হলো দিবাকর এমন সময়ে ।
 বিমলা তাঁতিনী এলো অতি দ্রুত হয়ে ॥
 মনে মনে ভাবে ধনী কি করি উপায় ।
 এ দেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায় ॥
 না হবার তাই হবে কথা কই হলে ।
 বাসা করিয়াছে কোথা বাবে কোন স্থলে ॥
 সুধালে পাইব টের বনে যেবা আশে ।
 ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বিমলা জিজ্ঞাসে ॥
 কহ শুনি ভাগ্যধর বসে কি কারণ ।
 কিবা নাম কার স্মৃতি কোথায় ভবন ॥
 শুনিরে কহেন রায় শুন পরিচয় ।
 কুমদমোহন নাম শুরাটে আলয় ॥

কুমদ কামিনী ।

ছি ভীষ্ম নিবস হলো এসেছি এখানে ।
 বাসার কারন জমিলাম কত স্থানে ॥
 কোথাও না পাই বাসা কি করি উপায় ।
 তারিণী যদি রূপা করে রাখেন পারি ॥
 তবেও পাইব বাসা পূর্ণ হবে আশা ।
 নতুবা স্বদেশে যাব হইয়া নৈরাশা ॥
 নিমলা কহিছে শুন নূপের কুমার ।
 রূপা করে যাও যদি আনয়ে আনার ॥
 পাইবে উত্তম স্থান যেবা ইচ্ছা কর ।
 ও অধিনী তব দাসী যেন শুধাকর ॥
 মাহিম মম পুত্র কন্যা থাকি একাকিনী ।
 অতি ভাণ্যহীন আমি কি কব কাহিনী ॥
 বাটী মোর ভালো বটে অতি পরিপাটি ।
 সম্মুখেতে নরোবর গায়ে কালী বাটী ॥
 শঙ্কু সহিত যথা শিবে বিরাজিত ।
 নৃপতির পূর্ব কীর্তি আছে প্রকাশিত ॥
 কহ বিমলার রূপ না দেখি স্বরূপ !
 বিদেশী ভুলিয়ে যায় তৈলোকো অরূপ ॥
 জানে কত ভঙ্গ মত্ত ছিটে ফোটা আঁদ ।
 মুখেতে সুধার ধার কুন্দলের কাঁদি ॥
 কথায় কে পারে তারে যদি ধরে হল ।
 পড়শী পলায়ে যার ভয়ে অন্য স্থল ॥
 দাঁতে মিশি মুখে হাসি পাকি মালা গলে ।
 পরনে রক্তের সাড়ি কথা কয় চলে ॥
 বুঝিয়ে চতুর রায় তাবৈ মনে মনে ।
 কি বাক্য বলিয়ে আমি ডাকি সযোধনে ॥

তুমি আয়ি আয়ি নাতি ছেনো গো তোমার ।
 এখানে আমার দেখ কেহ নাহি আর ॥
 বিপদে পড়িলে তুমি করিবে উদ্ধার ।
 অস্ত্র হতে তুমি আয়ি হইলে আমার ॥
 বিমলা বালছে নাতি চলছে আলয়ে ।
 দিব্য অবশান হলো সন্ধ্যা যায় বয়ে ॥
 রায় বলে শুন আয়ি জিজ্ঞাসি তোমারে ।
 দাস দাসী নহে নাহি কে জাবে বাজারে ॥
 শুন মোর গুণমণি গুণের সাগর ।
 তাহার কানে তুমি হওনা কাতর ॥
 আয়ি তব দাসী ওহে কি লাজ কিঙ্করে ।
 যখন যে আজ্ঞা তুমি করে রূপা করে ॥
 সেই সঙ্গে সেইত কর্ম করিব যনে ।
 এছ ভাগ্যে পাইয়াছি অমূল্য রতনে ॥
 তুমি ওহে নৃপনুত আয়ি অনাধিনী ।
 গুণ না করিও মোরে ভাবিয়ে দুঃখিনী ॥
 চন্দন করিয়া পরে করেন ভোজন ।
 ভোজনান্তে তাম্বুল যোগায় ততক্ষণ ॥
 পরেতে কহেন রায় আয়িগো আমার ।
 তুমি কি জান কিছু রাজার সমাচার ॥
 রাজার বাটীতে নিত্য যাই বৈকালেতে ।
 অন্দরেতে যাই ভাল বাসে সকলেতে ॥
 সবিশেষ কহ শুনি নৃপের কাহিনী ।
 নৃপের সম্ভান কর কয়বা নন্দিনী ॥
 রাজার বরজ্ঞপ কত কয়বা রাণী ।
 প্রকাশিয়া কহ আয়ি সবিশেষ রাণী ॥

বিমলা, কহিছে শুন কহি বিবরণ ।
 এক মাত্র পাঠ রাণী নাহিক নন্দন ॥
 কামিনী নামেতে আছে নূপের কুমারী ।
 কি কহিব তার রূপ বর্ণিতে না পারি ॥
 কন্যা যোগা পাত্র নাহি পান নূপবব ।
 কন্যার বিবাহ লাগি ভাবে নিরন্তর ॥
 নূপের কুমারী মোরে বলে মাসী মাসী ।
 নানা দ্রব্য দেয় মোরে ভাবিয়া হিতাশী ॥
 রায় বলে বিধি মোরে ভাল মিলাইল ।
 এত দিনে তারা বুঝি দুঃখ যুগাইল ॥
 এ নারী হইতে পাব সকল সন্ধান ।
 কেমনে কহিব ওরে করি অনুমান ॥
 কহিলে প্রকাশ পাছে করে এই ভয় ।
 গুণ কথা ব্যক্ত করা উপযুক্ত নয় ॥
 চল করে মন বুঝি যা হবে পশ্চাতে ।
 হায় বিধি তুমি যদি হওনা ইহাতে ॥
 তুমি যদি হও যদি কে করিবে জ্ঞান ।
 নাভেতে কলঙ্ক হবে যাবে মম প্রাণ ॥

বিমলার নিকটে কুন্দের কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা ।

ভাবিয়ে চিন্তিয়ে রায় কহেন তখন ।
 সুধাইয়ে দেখি দেখি কহিয়ে বচন ॥
 ভাবেতে বুঝিব পরে যেবা যুক্তি হয় ।
 তখন করিব রাজ্য মাকিক সময় ॥
 চলনা করিয়া যদি মজাইতে চায় ।
 চলিয়া যাইব আমি মজারে উদার ॥

কুমার কামিনী ।

আচ্ছা আমি বল তুমি জিজ্ঞাসি তোমারে
নূপের কুমারী নাকি পণ্ডিত বিচারে ॥
তুমি লাগি জারো নাকি বিবা নাহি হয় ।
শুনেছি লোকের মুখে সামান্য তো নয় ॥
শুনে বসী কর নাতি বলিহে তোমারে ।
চার কেলি চারে যদি পার আনিবারে ॥
নতুবা গোপনে ইহা নারিব করিতে ।
ভেক হয়ে বাদ করা জুজুর সহিতে ॥
রাজকৃত্য কর রায় কি ভয় ছোমার ।
ভীতিনী হইতে হবে কার্ণোর উদ্ধার ॥

কুমারের বিষমতার সহিত কথোপকথন

ও আক্ষেপ ।

যশু-ত্রিপদী ।

কুমারমোহন, ভাবেন তখন,
 কারে হেরিব কেমনে ।
প্রাণ তার তরে, ধৈর্য না ধরে,
 হেরি নয়নে মপনে ॥
দিবা নিশি মন, হয় উচাটন,
 ভেবে ভেবে প্রাণ যায় ।
কি করি বলনা, সহেনা যাকনা,
 কেমনে পাইব তার ॥
মগি হারা কণী, না হেরে সে ধনী,
 আমি আছি সেই মত ।
কোথায় কামিনী, নূপের নন্দিনী,
 মন চাহে অবিরত ॥

শুনে মাম তার, বাঁচিলে এবার,
 ক্ষেদে অক্ষ অর অর ।
 এপ্রাণ বিদরে, কাঁদে তার তরে,
 প্রাণ হলো দেহান্তর ॥
 এই রূপ কত, ভেবে অবিরত,
 পারে করে সম্বরণ ।
 জাবিলে কি হবে, সদুরেতে হবে,
 রাগ ক্রিমধুসূদন ॥
 তারে যদি পাই, জীবন জুড়াই,
 হরি কর না নৈরাশা ।
 ভেবে দিন দিন, শুভ্র হল ক্ষীণ,
 ক্রমে বাড়িছে পিপাসা ॥
 বিমলারে কন, তখন রাজন,
 দেহ করিল বন্ধন ।
 আজ্ঞা পেয়ে রামা, কক্ষ্যে করি-ধামা,
 জায় বাজারে তখন ॥
 যুঁচা দিল রায়, তাই লয়ে রায়,
 পথে করে মনে মনে ।
 আনি এক গুণ, কব চারি গুণ,
 টের পাইবে কেমনে ॥
 যদি টের পায়, ভুলিয়ে কথায়,
 দিব আমি হলে কলে ।
 হাত লাড়া দিয়ে, এল ভ্রব্য লয়ে,
 ডাকে নাতি নাতি বলে ॥
 নৃপের নন্দন, করগো রক্ষন,
 আনিয়াছি আজ্ঞামত ।

কুমদ কামিনী ।

যেবা ইচ্ছা কর, তাই আজ্ঞা কর,

যোগাইব সেইমত ॥

বাজকৃষ্ণ কর, নৃপের তনয়,

মন স্থির কর ধীর ।

পাইবে কামিনী, নৃপে নন্দিনী,

যাকি বাসে তাঁতিনীর ॥

কামিনীর নিকটে বিমলার গমন ও কুমদের পরিচয়

মান শূন্য করি মাঝ কুমদগোহন ।

পথশ্রান্তে নিদ্রা জ্ঞান হয়ে অচেতন ॥

বিমলা ভোজন করে ভাবে মনে মনে ।

ইহায়ে ঘটাতে পারি কামিনীর মনে ॥

তা হলে অধিক ধন পাব গোপনেতে ।

গোপনে করিব কাব অজিবে জুয়েতে ॥

আমার কি ক্ষতি বল আগে পাব সুখ ।

পশ্চাতে যাহবে তার দেখিব কোড়ক ॥

অন্ধিলে তো মৃত্যু আছে জানি পরাৎপর ।

এখন তো করি কৰ্ম্ম যাহবে তাপর ॥

যাই দেখি রাখ বাটী কামিনীর কাছে ।

যখন যাহবে তাতো লজ্জাটে যা আছে ॥

তাবিয়ে চিন্তয়ে ধনী যায় দীরে ধীরে ।

বলে কি ছলে এ কথা কব কামিনীরে ॥

একেতো নৃপের সূতা তাহে বলে মানী ।

কহিতে উচিত কিন্তু মনে লাজ বাসি ॥

প্রবেশিল নৃপ পুরি কত কথা বলে ।

উপনীত হল রানী অক্ষর মহলে ॥

বনঝি বনঝি বলে ডাকে বারে বারে ।
 অনাথিনী বলে কি মা ভুলেছ আমারে ॥
 কামিনী কহিছে মাসী এস এস বস ।
 ভাল বাসা কিন্তু মাত্র বচনেতে ভোষ ॥
 এতদিন কোথা মাসী ছিলে কুতুহলে ।
 পথ ভুলে আজি বুঝি এসেছ গো চলে ॥
 শুনে রামা বলে বাছা কৈতে বাসি লাজ ।
 হোমারে হরিতে গো এসেছে বুবরাজ ॥
 বাসা করিয়াছে সেই আলয়ে আমার ।
 কুরাট নগরে বাস রাজার কুমার ॥
 পরম পণ্ডিত রূপে ভুবনমোহন ।
 আশি আশি বলে নাম কুমদমোহন ॥
 নিত্য নিত্য বলে মোরে দেখাতে তোমায় ।
 প্রতক্ষণ করে রাখি কথায় কথায় ॥
 তোমার কি সাধ্য বল করিতে একায় ।
 আশি ভাবি প্রমাদ গুলিলে মহারাজ ॥
 গোপনেতে নাহি রবে এসব ঘটনা ।
 পরেতে প্রকাশ হবে হইবে ঘোষণা ॥
 তুমি যদি বল বাছা পারিবে রাখিতে ।
 তবে আমি পারি কিন্তু এ কৰ্ম করিতে ॥
 নতুবা একায়ে আমি কিছুই না জানি ।
 তব বাক্য কিন্তু আমি বেদ তুল্য মানি ॥
 কামিনী কহিছে মাসী নাহি কর ভয় ।
 করিবে গোপনে যাহে চিরদিন রয় ॥
 তুমি আমি তিনি তিস্র অন্যে না জানিবে ।
 যতনে নিশিতে তারে গোপনে আনিবে ॥

তোমার বাটীর কাছে আছে কালী বাড়ি ।

তথায় আনিবে তাঁরে সাজাইয়ে নারী ॥

পিতার আদেশে লয়ে যাবে সেই স্থানে ।

তাহারে হেরিব আমি তারা সন্নিধানে ॥

শুনিয়ে তাহার রূপ দাঁহছে অন্তর ।

হেরিয়ে বুড়াব প্রাণ সেই গুণাকর ॥

ধর্ম জানে তুমি জ্ঞান চক্ষু দিনমণি ।

এই ধর্ম রেখে তুমি ওলো যাছুমণি ॥

বিমলা বিদায় হয়ে চলিল আশ্রয় ।

ভুজনে ভাবে কখন হবে চন্দ্রাদর ॥

রাজকুমার ভাবি কুমার পদে করি আশা ।

রচিল পয়ার ছন্দে শুনলিত তাষা ॥

কামিনীর কোটালগণের প্রতি আদেশ ।

বিমলার প্রতি তবে কহিছে সুন্দরী :

আমার মন্ডলে আছে যতেক প্রহরি ॥

ডাকিয়ে আনগো সব আমার সন্নিধানে ।

তাঁহারে নারীর বেশে আনিবে গোপনে ॥

তুমি আমি ভিন্ন ইহা অন্য নাহি জানে ।

আজ্ঞামাত্র দ্বারিগণ এস সন্নিধানে ॥

ভূমিষ্ঠ হইয়া সবে নত করে শীর ।

অবধান ঠাকুরাণী হজুরে হাজির ॥

বিমলা কহিছে সবে কোটাল এসেছে ।

কিবা আজ্ঞা কর বাছা বাহিরে রয়েছে ॥

কহিবে কোটালগণে আমার বচন ।

করেছি সূর্য্যের ত্রুত হবে উজ্জাপন ॥

প্রত্যহ যামিনীযোগে যাব কাননেতে ।
 কভু না করিবে ব্যক্ত পিতার স্থানেতে ॥
 আর এক আছে মনে করিব সাধনা ।
 নাথ লাগি পুজিব গো করালবদনা ॥
 দেখিব আমার ভাগ্যে করে কি না দয়া ।
 ত্রিলোক তারিণী তারা শৈলেন্দ্র তনয়া ॥
 বহুতক কোটালগণ রক্ষা করে পুৰী ।
 বিপদে ফেলনা মোরে করিয়া চাকুরী ॥
 প্রমাদ ঘটিবে জেন গুনিলে রাজন ।
 হতএব কহি সাবধান সর্বজন ॥
 পিতার কোপেতে নেথো আর না জীবন ।
 শুনয়া গ্রহরী গণ কহিছে তখন ॥
 কহি আপনার কার্য্যে প্রাণ যদি ব্যয় ।
 তথাপি নারিব ব্যক্ত করিতে রাজ্য ॥
 আমরা যতক আছি তব স্থানেজাদ ।
 কি দুখ সবার হবে ঘটিলে প্রমাদ ॥
 রাজকুমার মোষে হরি করুণা সাগর ।
 দীন হীনে রূপা কর ওহে গুণাকর ॥

কুমদের রমণীর রূপ ধারণ ও কামিনীর সহিত
 মিলন ।

তোটক ছন্দ ।

কুমদমোহনে সাজারে যতনে ।
 রমণীর বেশ দিল ততক্ষণে ॥
 বন্ধেতে কাচলী আঁটিয়ে তখনি ।
 দিল সাজারে রমণী তারে ধনী ॥

বুবরাজ চলে রাজহংস জিনি ।
 রস সাগর নাগর কপ জিনি ॥
 বসন পিতাম্বরী শোভিছে অঙ্গে ।
 আসিছে মাতিয়ে মানস তরঙ্গে ॥
 চলে ধির ধিরে ভানিয়ে কামিনী ।
 সাজিয়ে কামিনী হেরিতে কামিনী ॥
 ত্রিনয়নী ত্রিদেব বন্দিনী তারা ।
 যথা বিরাজিত দীনে দুঃখ হরা ॥
 সেই স্থানে উপনীত ধৈর্য ধর ।
 অস্তরে মানসে ভাবে নিরস্তর ॥
 ভুগি যদি নয়্য কর মা অভয়া ।
 পূর্ণ কর আশা পায়ণ তনয়া ॥
 ওখানে কামিনী ধনী ভাবে মনে ।
 কেমনে হেরির কুমদমোহনে ॥
 হেনকালে তথা চলিল বিমলা ।
 কুমদে রাখিয়া করে নানা ছলা ॥
 উপনীত নৃপ বাসে গিয়ে ধনী ।
 বলে চল হেরিবে সে গুণমণি ॥
 তোমার আসরে আছে পথ চেয়ে ।
 তাই আইলাম আমি পথ ধরে ॥
 যদি কর সাধ হেরিতে সে চাঁদ ।
 চল চল পূর্ণ হবে মন সাধ ॥
 সাজিয়ে রমণী তাহারে যতনে ।
 রাখিয়ে এনেছি কালির ভবনে ॥
 কামিনী কহিছে মাসী চল চল ।
 কেমনে হেরিব উপায় কি বল ॥

তাহারো বিরহে এ প্রাণ না রহে ।
 প্রাণ অহরহ অনর্শনে দহে ॥
 যা আছে ললাটে হইবে পশ্চাতে ।
 চল যাই তথায় তোমার সাথে ॥
 চলে ধনী রঞ্জে মাতিয়ে তরঞ্জে ।
 কুমদে হেবিত্তে বিমলার সঙ্গে ॥
 উপনীত যথা কুমদমোহন ।
 শিবানী নিকটে হইল মিলন ॥
 তেরিয়ে মাতিল ধনী করে ধরি ।
 ছলে ছুজনে ছুজনে বাস করি ॥
 হাসিছে হাসিছে বচনে তুষিছে ।
 নয়নে নয়নে ছুজনে দেখিছে ॥
 নৃপ নন্দনে কামিনী করে ধরি ।
 কহিছে মিনতি বহুবিধ করি ॥
 ভূমি নাগর নাগর পণ্ডিত ছে ।
 তেজো না ভুলনা বাক্ত করোনা ছে ॥
 নিকাইল পায় রেখো এদাসীরে ।
 রূপা করে কর মনে অধীনীরে ॥
 আমি তোমারে কহি নৃপ নন্দন ।
 চল চল নাথ মম নিকেতন ॥
 কহে কুমদ কুমার কামিনীরে ।
 বিভা নাহি হলো জায় পাত্র কিরে ॥
 তব অনুরাগে যাও বাসে লয়ে ।
 কামিনী অমনি গেল গেল বয়ে ॥
 আমি আপন কুমারে দিব বিয়ে ।
 চলিলাম ঘটকে ভেটিব গিয়ে ॥

কুমদ কামিনী ।

কামিনীর রহস্য ।

এইরূপে দুই জনে নিত্য মন রসে ।
 জানন্দ করেন খেলা মজে প্রেম রসে ॥
 করিয়া নারির বেশ কুমদমোহন ।
 কামিনীর মন প্রাণ করিল হরণ ॥
 যত ছিল মন দুঃখ গেল দুঃখনার ।
 কব কি সে সব কথা কহিতে অপার ॥
 নৃপের কুমারী ছিল চির বিরহিনী ।
 নাগরে লইয়ে রহে পোহায় যামিনী ॥
 কোন বাধা নাহি তার কে পাবে সন্ধান ।
 নারীতে নারীতে প্রেম কে জানে সন্ধান ॥
 কামিনী কুমার রায়ে কহিছে তখন ।
 এখন উচিত নাথ প্রতিজ্ঞা পালন ॥
 তা হুণে হুঁলে ব্যক্তি নাহি বাসি ত্বর ।
 বিচারে জিনিজে ব্যক্তি হবে প্রাণেশ্বর ॥
 আজি নাথ দিবাভাগে দেখেছি অপানে ।
 বলিয়া আমার পাশে পুরুষ রতনে ॥
 জননী আসিয়া মোরে করিছে ভৎসনা ।
 তটস্থ হইয়া উঠি হয়ে বিবসনা ॥
 মাগতী কহিছে আসি ঘটেছে জঞ্জাল ।
 কুমদে কাটিতে আজ্ঞা দিল মহীপাল ॥
 তাহা শুনে ভয় পেয়ে করেছে প্রস্থান ।
 এখন বাচাও প্রাণ কর অনুমান ॥
 অকুল সাগরে পড়ে অকুল অন্তরে ।
 কালী কালী বলে আমি ডাকি উঠেঃ স্বরে ॥

গুনিয়া আমার ধনী যত পুরবাসি ।
 উপনীত হল সব মম বাসে আসি ॥
 কেহ বলে কেন ধনী করেছ রোমন ।
 কেহ বলে কেন হেরি বিরস বদন ॥
 নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখি কেহ নাহি কাছে ।
 কেবল বিষখা মাত্র সয়নেতে আছে ॥
 সেই কথা মনে হলে ভাবি হে অন্তরে ।
 অন্তরের ধন তুমি যেওনা আস্তরে ॥
 নব নাগরে সাগরে কামিনী অমনি ।
 মদনে মাতিয়ে দশনে দংশিছে ধনী ॥
 যুগ দুখন কুচ মর্দিন আলিঙ্গন ।
 হেরে রাজকন্যা করে ভবানী শরণ ॥

কুমদ কামিনীর রহস্য ।

এক নিশি কুড়ুহলে, কুমদে কামিনী বলে,
 প্রাণনাথ কহ সত্য বাণী ।
 আছে বড় মন সাধ, পুরাও মনের সাধ,
 তোমা বই অন্য নাহি জানি ॥
 তুমি হে পরম ধন, মম জীবন যোজন,
 তোমা বই কে আছে জগতে ।
 সদত বাসনা মনে, হেরি নয়নে নয়নে,
 অদর্শনে থাকি চাহি পথে ॥
 যাবত ধরাতে রব, তব দাসী হয়ে রব,
 না মরিলে ভুলিতে না রিব ।
 শুন ওহে প্রাণেশ্বর, ভেবনা হে দেহান্তর,
 ভাজিলে হে মরমে মরিব ॥

তাজোনা ভুলনা বধু, সিনুলে খেওনা মধু,
মন প্রাণ সঁপেছি তোমায় ।

যদি যাও কোন স্থলে, যেওহে আমার বলে,
অন্তরেতে হেরিয়ে তোমায় ॥

শুনিলে হে সেইক্ষণে, যাব আমি তব সনে,
লুকাইয়া জননী রাজমে ।

পুরুষ পরেশ গনি, রমণীর শিরোমণি,
রেখ নাথ রেখ হে চরণে ॥

কুন্দ কহিছে ধনী, তুমি গনি আমি কণী,
ভুলিতে নারিব হে তোমায় ।

না হলে দেহ পতন, অন্যে না নীতিব মন,
অদর্শনে অঙ্গ জলে যায় ॥

কি ক্ষণে হেরেছি ধনী, পলকে প্রমত্ত গনি,
না হেরিলে ভাসি নেত্র নীরে ।

হেরিলে হরিষ মন, বাসি হেরি সর্বক্ষণ,
কহি ধনী করে তব কিরে ॥

তোমাতে যে ভাবি মনে, সে কি জানে অন্য জনে,
তেজনা আমারে বিদুমুখী ।

তুমি মম ধন প্রাণ, তুমি মম ধ্যান জ্ঞান,
হেরিলে কাতর হই দুঃখি ॥

কহি শুন বিনদিনী, প্রভাত হলো যামিনী,
দেহ আজি আমারে বিদায় ।

হলে অস্ত্র দীনমণি, আশিত পুনঃ তখনি,
রাজকুমার কহিছে ভাবায় ॥

কামিনীর কুমদের সহিত রহাস্ত ।
 কুমদের করে ধরি নৃপের কুমারী ।
 কহিছেন প্রাণনাথ জিদায় দিতে নারি ॥
 পলকে প্রলয় জ্ঞান তব অদর্শনে ।
 আর এক কথা বলি থাকিবে গোপনে ॥
 একথা না বাক্য তুমি করো কোন স্থানে ।
 দিবা ভাগে তুমি নিত্য থেকো সাবধানে ॥
 প্রকাশ হইলে কিন্তু যাইবে জীবন ।
 আর এও কহি সাবধান সর্বক্ষণ ॥
 স্মরিয়া কুমর কর শুন প্রাণেশ্বরী ।
 কহু না হইবে বাক্য জেনলো সুন্দরী ॥
 তাহা আমি ভালো জানি বিশেষ মতেতে ।
 না হবে না হবে বাক্য জানিবে পরেতে ॥
 কিন্তু বাসি মনে তরু আইর কারণে ।
 পাছে নাগি বাক্য করে কাহার ভবনে ॥
 নষ্ট লোকের নষ্ট রীত শাস্ত্রের কথা ।
 পুরাণ প্রলভেতে দেখে যথায় তথা ॥
 এতবলি চলিলেন কুমরমোহন ।
 বাসায় আসিয়া হলো উদয় তপন ॥
 প্রাতঃকৃত্য আদি দারি স্নান পূজা করি ।
 রন্ধন করিতে জ্ঞান নববস্ত্র পরি ॥
 পরেতে ভোজন করে সুখে যুবরায় ।
 আসিয়া বিমলা ধনী তাম্বুল যোগায় ॥
 শৌচ যোগ করিয়া শয্যা করেন সয়ন ।
 বিমলা আপন কার্য্যে করিগ গমন ॥

কুমদ কামিনী ।

পরে নিদ্রা হতে উঠি নৃপের স্তনয় !
 ভাবেন কখন হবে শশির উদয় ॥
 কেমনে হেরিব আমি তো বিধুবদনী ।
 কতক্ষণে হবে অস্ত আজি দিনমণি ॥
 সেই রূপে হেরি আমি সয়নে সপনে ।
 সপত বসনা হেরি নয়নে নয়নে ॥
 এইরূপে ভেবে কত কুমদমোহন ।
 নগর ভ্রমণে সুখে করেন গমন ॥
 রাজরূপে কহে পৃষ্ঠে রচিয়া পদ্মার ।
 কুমদমোহন তার কি ভয় তোমার ॥

কুমদ কামিনীর বিহার আরম্ভ ।

তোটক হস্ত ।

আজি জানিব নগর নাগর হে ।
 রহিনাজে কেমন পণ্ডিত হে ॥
 দেখিব আমার কেমন সৈন্য হে ।
 পারে কি না পারে রণে জিনিতে হে ॥
 রস নাগর নাগর করে ধরে ।
 কহিছে জানিব আজিলো সমরে ॥
 হারিলে হারিব যতক ভূষণ ।
 জিনিলে লইব করের কঙ্কণ ॥
 করি রণে পণ নৃপের নন্দন ।
 আরস্তিল ছুই জনে কামরূপ ॥
 হানিল মদন কুমদমোহনে ।
 পঞ্চশর তার কদমে যতনে ॥

কামিনী অমনি বাধে ভুজ পাশে ।
 কুমদ ধনীরে কেলৈ কাম কাসে ॥
 মুখ চুহন করে যতনে ধনী ।
 ঘন ঘন নিতায় আঘাত ধনী ॥
 আপনি কামিনী হারিল সমরে ।
 কুমদমোহন তবে ব্যঙ্গ করে ॥
 শুন লো কুমদরী দেহ লো কঙ্কণ ।
 নন্দু বা মাহ পুনঃ করিতে রণ ॥
 যে রস উদ্ভিত করলো এখনি ।
 দেখলো চাহিয়া নাহিক রজনী ॥
 কথায় কথায় নানা রঙ্গ রসে ।
 কতু উঠে রসরাজ কতু বসে ॥
 হাসিছে খেলিছে নাগরী নাগরে ।
 শশধর গেল আস্ত গিরিপরে ॥
 জানে না ঘটনা কি ঘটবে পরে ।
 দুজনে মাকিয়া প্রেম রস ভরে ॥
 উদ্ভিত ভাস্কর প্রভাত কামিনী ।
 প্রমাদ মনেতে গণিছে কামিনী ॥
 কেননে রাখিব তোমারে যতনে ।
 নাথ হে মরি হে দুজনে জীবনে ॥
 তুমি পণ্ডিত হে বল নারিক করি ।
 করহে উপায় এবে কিসে করি ॥
 আমি প্রাণোমরি তাহে কতি নাই ।
 তোমার কারণে সদত ডরাই ॥
 আগিবে জননী দেখিবে অমনি ।
 আমি নাথ প্রাণ ত্যজিব তখনি ॥

সহিতে নারিক গালি দিবে মোরে ।
 আমি থাকিব বঁধু মরমে মোরে ॥
 দিক্ রে জামিনী প্রভাত হইলে ।
 সুখ দিয়া পরে শঙ্কটে কেলিলে ॥
 জারে হেরে ছিলাম সুখ-সাগরে ।
 সে জনে এখন লয়ে যাবে ঘরে ॥
 কেমনে দেখিব কাহার এগতি ।
 তুমি আমার বঁধু হে গতি মতি ॥
 মজিলে পিরীতে নাহি থাকে জ্ঞান ।
 ভাবিয়া কি কাথ গিলি অনশান ॥
 কহে পক্ষি রাজকন্য ভৌতিক হে ।
 উপায় কি কর রসসাগর হে ॥

কামিনীর আক্ষেপ ।

প্রভাতে উঠিয়া ধনী গনিছে প্রমাদ ।
 হায় বিধি এ কি হেরি হরিষে বিদাদ ॥
 কেমনে জননী পাশে দহিব গঞ্জনা ।
 কিস্করীরে রূপা কর করালবসনা ॥
 প্রমোদায় প্রাণ যায় করি কি উপায় ।
 কাতরে বিপদে মোরে তুমি রাখ পায় ॥
 বহুকষ্টে গুণনিধি দিয়াছিলে মোরে ।
 তুংহি তারা দুঃখ হরা পুনঃ নিলে হরে ॥
 এখন আমার ভাগ্যে ঘটেছে অজ্ঞান ।
 হর দুঃখ পক্ষ মুখ তুমি মহাকাল ॥
 পিতার কোপেতে আজি যার হে জীবন ।
 কোথা হে পাণ্ডব নাথ শ্রীমধুসূদন ॥

লাজে মরি সাদা ডরি কি হবে দুর্গতি ।
 লজ্জা রাখ দীননাথ অখিলের পতি ॥
 দিবে গালি মুখে কালি যত পুরবাসি ।
 ভেজ না বিপদে হরি নাশ দুঃখ আসি ॥
 পড়েছি অকুলে এবে ভেবে প্রাণ যায় ।
 দীনবন্ধু কৃপাময় বাঁচাও আমায় ॥
 না বুঝে করেছি কায এখন কি হবে ।
 পুণ লক্ষ্য সনাতন মানুকুল হবে ॥
 কহ নাথ প্রাণনাথ রগের সাগর ।
 কেমনে যাইবে নাথ বল স্থানান্তর ॥
 হারেতে প্রহরি গণ আছে কত জনা ।
 দিনসে নারিবে যেতে সাজিয়া অঙ্গনা ॥
 মহীপাল তুল্য কাল শুন হে রাজন ।
 অনর্থের হেতু নাথ পাত্র মিত্র গণ ॥
 হার বিধি তুমি বানি কেলিলে বিপদে ।
 হারালে তোমারে নাথ কি কায সম্পদে ॥
 তুমি নম খন প্রাণ তুমি হে নাকলি ।
 ভাল মন্দ তোমা বই আর কারে বলি ॥
 দেখিলে তোমার দুঃখ ত্যজিব জীবন ।
 তোমার মরণে নাথ আমার মরণ ॥
 তোমার সুখেতে আনি ছিনু বড় দুখী ।
 তোমার লাগিয়া ভেবে হয়েছি অসুখী ॥
 হেরিতে তোমার হাসি সদা ভাল বাসি ।
 প্রাণের সহিত নাথ সদা ভাল বাসি ॥
 শিয়রে শয়ন তুল্য হেরি যে ঘটনা ।
 কেমনে হইব পার উপায় বজনা ॥

অনঙ্গ নামেতে নামী হল উপনীত ।
 কুমদে হেরিয়া ধনী ভাবে চমকিত ॥
 মনে মনে ভাবে ধনী এ আর কেমন ।
 পক্ষ প্রবেশিতে নারে যাহার ভবন ॥
 কেননে আইল হেথা করে কি উপায় ।
 একথা কহিগে গিয়া রাগিরে রাজ্যায় ॥
 পশ্চাতে যাইবে প্রাণ শুনিলে ভূপাল ।
 এবে যাই চলে আগে কহিতে এহান ॥
 তাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদ নাঙ্করুক ভনে ।
 অনঙ্গমুঞ্জরী চলে নৃপের সমনে ॥

অনঙ্গ মুঞ্জরির রাণীর নিকটে গমন ।
 অনঙ্গ মুঞ্জরী ধনী ঢালিল তথনি ।
 উপনীত হ্লেও যথা নৃপের রমণী ॥
 করযোড়ে কর গিয়া নবিশেষ বাণী ।
 নিবেদন অবধান কর মাগে রাণী ॥
 কহিবারে বারি লাজ না কহিলে নয় ।
 কোন ভূষি নহি আমি দিও পদাশ্রয় ॥
 ঘটেছে প্রমাদ বড় তব তনয়ার :
 দুজনে মরিল আজি কোপেতে রাজার ॥
 ভুবনমোহন এক নবীন নাগর ।
 রহেছে মহিষী তার গৃহের ভিতর ॥
 তাহারে লইরে রক্ষে আছেন মুন্দরী ।
 কহিবারে আইলাম আমি মনে ডরি ॥
 সত্য কিবা মিথ্যা ইহা চল গো দেখিবে ।
 মিথ্যা যদি হয় তবে প্রতিকল দিবে ॥

আমি গো তোমার দাসী হিত অভিলাষী ।
 প্রমাদ ঘটনা দেখি কহিলাম আমি ॥
 কি করে কেমনে এলো অন্দর মহলে ।
 ভাবিয়া না পাই টের ভাসি নেত্র জলে ॥
 মল্লিকে মালতী যে গো আছে ছুই দাসী ।
 অনর্থের হেতু তারা ছুই পুণ্য নাশি ॥
 লক্ষ লক্ষ জনে যার রক্ষা করে পুরী ।
 তাহ'র অন্দরে চুরি করিয়া চাতুরী ॥
 কেমন প্রহরিগণ কেমন কোঠাল ।
 মরিলে পরাণে যবে শুনিলে ভূপাল ॥
 শুনিয়া দাসীর বাণী মহিষী তখন ।
 গোপনে আড়ালে থাকি করে নিরঞ্জন ॥
 হেরিয়ে কোপেতে অলি ভাবিয়ে অন্তরে ।
 পাঠান দাসীরে ডাকিবারে নৃপবরে ॥
 অনন্তমুঞ্জরী গিয়া নত করে শির ।
 দেখিয়া বনীরে চাহি জিজ্ঞাসেন ধীর ॥
 অনঙ্গ মুঞ্জরী কণ্ঠ কিসের কারণে ।
 কি লাগিয়া দাড়াইয়া আমার সদনে ॥
 অবধান ক্রিতিনাথ অধিনীর বাণী ।
 মোরে পাঠালেন তব আছে মহারানী ॥
 বারেক অন্দরে যাত্রা করণ রাজন ।
 মোরে পাঠালেন হেথা তাহারি কারণ ॥
 চলিলেন নরবর অন্দর মহলে ।
 উপনীত মহিষীর পাশে কুতুহলে ॥
 রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল পয়ার ।
 ভরসা কেবল হরি চরণ তোমার ॥

পর্যায় ।

মোহিবীর রাজার প্রতি ভৎসনা ।
 করছে কোটালগণ নিকটে হাজির ।
 আদেশে কোটালগণে আনায় হাজির ॥
 হুম ওহে রাজ্যেশ্বর কব কি কৌতুক ।
 বাও নাথ দেখ গিয়া জামতার মুখ ॥
 নাহি দিলে কামিনীর বিভা হে রাজন ।
 কলঙ্কে পুরিল রাজা কি কর এখন ॥
 কঁত নুপসুত এলো বিভা করিবারে ।
 কেন নাহি দিলে বিভা কি কায বিচারে ॥
 এখন হইল ভাল বদন উজ্জ্বল ।
 তোমার বি দোষ মম মরণ মঙ্গল ॥
 আইবড় সূতা বাশে বিভা নাহি দিলে ।
 কামিনীর পানে নাথ চায়ে না দেখিলে ॥
 যেমন করিলে কর্ম্ম প্রতিকল তার ।
 গর্ব্ব খর্ব্ব হলো নাথ গেস অহঙ্কার ॥
 এখন কেমন করে দেখাবে বদন ।
 উজ্জ শীর হল হেট নুপ হে এখন ॥
 নিম্নলঙ্ক কুলে কালি দিলে হে কুমারী ।
 কেমন প্রহরিগণ বর্ণিবারে নারি ॥
 লক্ষ লক্ষ জনে ধার রক্ষাকরে পুরী ।
 কি কব অধিক তার অন্দরেতে চুরি ॥
 কেমন কোটাল তব প্রহরি সকল ।
 পেট মোটা খুলে খায় তরুরের দল ॥
 শুনিয়া রাণীর বাণী ক্রোধেতে রাজন ।
 তরুণ অরুণ ভুল্য হলো সুলোচন ॥

নাজিরে ডাকিরে রাম কম সবিশেষ ।
 কোটাল চোরের দল লুটে ধার দেশ ॥
 কর হে কোটালগণে নিকটে হাজির ।
 আদেশে কোটালগণে আনরে নাজির ।
 মহীপাল যেন কাল ক্রোধেতে কাঁপিছে ।
 পাছুকার চোটে কার প্রাণ বা ফাটিছে ॥
 লাথি চর কিল কার বক্ষেতে পাবাণ ।
 গার খেয়ে কেহ বলে যায় যার প্রাণ ॥
 আমার অন্দরে তুরি নিমক হালাল ।
 চোর ধরে এনে তবে খুচাও অঞ্জাল ॥
 কামিনীর নামে চোর আছে লুকাইরা ।
 ভূগিত আনরে চোরে করে রজু দিয়া ॥
 হে গরু রাজকুমার রচিয়ে পয়ার ।
 ভরসা কেবল হরি চরণ তোমার ॥

কামিনীর প্রতি মহাবীর ভৎসনা ।
 ওলো কুল কলঙ্কিনী, কেন হয়ে নিসঙ্কিনী,
 গোপনেতে করিলি এ কায ।
 করি গরল ভক্ষণ, ছিল মঙ্গল মরণ,
 মহারাজে শেবে দিলি লাজ ।
 ওলো কাল মুখী, হলি চির দিন দুঃখী,
 ধিক ধিক তোরে পূর্ণ নাশি ।
 হয়ে আমার ছহিতা, হলি চোরের বনিতা,
 তোরে শিখাইবে নৃপ আশি ॥
 এই আমার পুরিতে, নারে পক্ষ প্রবেশিতে,
 তারে আনি নি কেমন করে ।

কুম্ভ কামিনী ।

কেন মোরে না কহিলি, শেষে আপনি মজিলি,
এখন সে জন প্রাণে মরে ॥

তোমার কি হবে গতি, কিবা করে নরপতি,
তার কোথে হারাবে জীবন ।

ছিল বড় মনে সাধ, বিভা দিব করে সাধ,
সে সাধ হইল অকারণ ॥

ছুই দাসীয়ে কহিছে, রাণী কোথেতে অলিছে,
তোরা তোরে রংজের রঞ্জিণী ।

বল ইহার কাহিনী, ওরে কেমনে কামিনী,
আনিত লো প্রত্যহ যামিনী ॥

কহে দাসী ছুই জনে, অতি বিনয় বচনে,
এর কহি শুন বিবরণ ।

যবে ঐ গুণাকর, আশিল তব নগর,
মোরা আগে দেখিছু তখন ॥

কর কুদাম সাগরে, দেখেছিছু ঐ নাগরে,
বশে থাকিতে গো তরুতলে ।

কই মাত্র মোরা জানি, বিচার কর মা রাণী,
বাসে চলে যাই নিশি হলে ॥

কাহ ইহার কাহিনী, জানে বিমলা তাঁতিনী,
নিত্য আসিত যামিনী কালে ।

মোরা ভড়ি গো কহিতে, সাসা উহার বাটীতে,
শুনি রাণী কহেন ভূপালে ॥

শুন হে পুণ্যের সেতু, বিমলা ইহার হেতু,
তাহারে আনিলে হেথা ভূপ ।

পাইবে সব সন্ধান, জানিবে কার সন্ধান,
সে জানে নাথ বিশেষ রূপ ॥

কবি রাজকৃষ্ণ কর, কোথা হরি দয়াময়,
দীননাথ দীনে রূপা কর ।
ভূমি সংসারের সার, জগতের মূলধার,
দয়াময় বাঞ্ছা পূর্ণ কর ॥

রাজার কোটালগণের প্রতি আদেশ ।

পরার ।

নূপের আদেশে সাজে যতক কোটাল ।
করে নিল নানা অস্ত্র ঢাল তরোয়াল ॥
কোটালের পদভরে কাঁপিছে নগর ।
চোর ধরিবারে বায় অস্ত্র ভিতর ॥
চলিল কোটালগণ কামিনীর বানে ।
দেখিল কুমদ রায়ে কামিনীর পাশে ॥
কুমদার গিয়ে তার ধরিলেক করে ।
বাধিয়ে যুগল করে লয়ে যায় ধরে ॥
কেহ মারে গায়ে ছরি কেহ মারে চড় ।
কুমদমোহন ভাবে হইয়ে কাঁকর ॥
চোর ধরি লয়ে গেল নাজির সদনে ।
নাজির হাজির করে নূপের সদনে ॥
চলো মহা কোলাহল কান্দিপ নগরে ।
কুমদ কামিনীরে ভাবিছেন অন্তরে ॥
নাজির কহিছে চোর কোথায় আনয় ।
কিবা নাম হয় তোর কাহার তনয় ॥
কোথায় এখানে বাসি কাহার ভবনে ।
কিবা জাতি বল বেটা থাকিষ কজননে ॥

জাননা কাহার বাটী মনে নাহি ভর ।
 বামন হসে চাও ধরিতে শশধর ॥
 • রায় বলে মহাশয় মন নাহি স্থির ।
 হৃদয়েতে হেরি সদা কপ কামিনীর ॥
 সে আমার মন প্রাণ শুধাংশু বদনী ।
 অবিরত বাসে চিত্ত হেরিতে সে ধনী ॥
 রাজা বলে ছাড় বেটা মরিবি এখনি ।
 বিচারিয়ে কর ডগু ভূমি নৃপমণি ॥
 সুরাট নগরে বাস কহি পরিচয় ।
 সুরেশ্বর নৃপতির আমি গো জনয় ॥
 বন্ধুর বিচ্ছেদে আমি হইয়ে কাতর ।
 তেজ্রে বাস করি বাস কানন ভিতর ॥
 বহু ভাগ্যে হেরি তথা এক যোগিবরে ।
 নিরবধি থাকে সেই কানন ভিতরে ॥
 তাহার মুখেতে শুনি তোমার কাহিনী ।
 বিচারে পণ্ডিত বড় তোমার নন্দিনী ॥
 বাসা আমার বিমলা তাঁতিনীর বাসে ।
 সেই ঘোরে মজাইল কেলৈ এই কাঁশে ॥
 রায় বলে মর বেটা বড়ই সূজন ।
 কিছুই জাননা তুমি নৃপের নন্দন ॥
 চুরি করে কাটো কাল ওহে কুলাঙ্গার ।
 কোথায় কোটিলগণ কররে সংহার ॥
 অধিঠে কোটালেরে মানা করে রায় ।
 থাকি দিয়া আরি কারাগারে লয়ে যায় ॥
 দেখিয়ে কুমদের গতি তেবে আশ্বাস ।
 রাজকন্যে তাবি কন্যে করিল প্রকাশ ॥

কুমদ কামিনী ।

কামিনীর আক্ষেপ ।

পর্যায় ।

অকালে প্রলয় একি হেরে আগে নরি ।
কেন সখী অস্ত হলো বল বিভাবরি ॥
কিসেরি কারণে ধরা হরয়েছে অধরা ।
কাহার নেত্রের জলে ভাবিতেছে ধরা ॥
ভাবি বুঝি নিশাকর পড়েছেন ধরা ।
কুমদিনী করে কেন হেরি অশী ধরা ॥
সেই ভরে আশ্বাস করেছে সুধাকর ।
তাহার কারণে হলো উদয় ডাকর ॥
ধিকরে জামিনী জামি বলিরে তোমায়ে ।
তুমি যে কুরুদ মম নারি বর্ণিবারে ॥
কি দোষে করিলে ক্রোধ আবার উপরে ।
ক্রোধভঞ্জে সুবাইলে কলঙ্ক-সাগরে ॥
সহে না সহে না ছুঃখ বাড়িছে যাতনা ।
জনয়ের ধন তার সহেনা যাতনা ॥
প্রেম সুখ তরুবরে প্রেমকল আশে ।
সতরঞ্জ করি খেলা মনেরি উল্লাসে ॥
তাহাতে বিপক্ষ নৃপ হইল রজনী ।
নিশাকর মুদ্রিবর হরে দিনমণি ॥
বিচ্ছেদ বিসাদ তার ছিল দুই করি ।
কলঙ্ক কুশল দুই পাশে দুই তরি ॥
লাঞ্ছনা গঞ্জন দুই তাহার তুরক ।
অফু হুত অফু তারা করিলেক রজ ॥
আনন্দ নৃপতি মম ছিলেন আনন্দে ।
বিচ্ছেদ মাতক আসি কেনে নিরানন্দে ॥

কুমদ কামিনী ।

বৈধব্য মুক্তি ছিল বনে পরম কৌতুকে ।
বরে দল করে বল ভাষাইলেন দুঃখে ॥
মন প্রাণ দুই করি ছিল মন রক্ষে ।
প্রাণেশ্বরের কাতরে পলায় জাতকে ॥
যুগল নেত্র যুগল তুরঙ্গ আমার ।
যুগল তুরঙ্গ আসি বিপক্ষ জনার ॥
অষ্ট অক্ষ অষ্ট বড়ে বহু কষ্ট পার ।
দুই তরি দুই তল তুরঙ্গ নজার ॥
মহীপাল মুস্তিবর আসি দুই জনে ।
কারাবদ্ধ করে রাখে তাপিত রাজনে ॥
বাহার কিস্তিতে মাত হইল জাত ।
কামিনী দাহিছে বনে শিরে দিয়ে হাত ॥
প্রাণনাশে ধরিলেক জমাদার করে ।
তাঁহা দেখি কামিনীর সুদয় বিদরে ॥
জননী জাণিয়ে কত দিতেছে গঞ্জনা ।
আছে মূরমানে বসি সুধাংশু বদনা ॥
জীবন যৌবন ধন যে জন আমার ।
পায়ে বেড়ি গায়ে দড়ি মারিছে তাহার ॥
কেমনে হেরিব বল তাহার দুর্গতি ।
ত্রিগুণ বচন জালা দিতেছে নৃপতি ॥
এ দুঃখ কহিব কায় খেদে প্রাণ যায় ।
আমার বোবার স্থগ্ন ব্যক্ত করা দায় ॥
কত লোকে বিভা করে কেবা মারে কারে ।
কেবা যায় তারে বল রাখে কারাগারে ॥
রামা গণ কল্প ধনী জাহা মরি মরি ।
কেমনে লোণার সঙ্গে মারিতেছে হাড়ি ॥

পাশে বেড়ি করে দড়ি দিয়াছে কেমনে ।
 সহেনা উহার দুঃখ সহেনা জীবনে ॥
 আমরা পরের দুঃখ সহিতে না পারি ।
 নাসে মন ডরে লগ্নে যাই বাস ছাড়ি ॥
 মহীপাল পুণ্য কাল করিছে গজ্ঞান ।
 তাহার কারণে তার সজল লোচন ॥
 নন দুঃখে হেট মুখে রয়েছেন রাম ।
 মলীন চন্দ্রাক্ষ যেন দীন হীন প্রায় ॥
 সাবাসি পিরীত তোর কি কব কোড়ক ।
 তুমি হে সকলে পার দিতে সুখ দুঃখ ॥
 রূপা কর কৃষ্ণচন্দ্র রাগতে চরণে ।
 পয়ার ঐদিকে রাজকৃষ্ণ যোব তনে ॥

কামিনীর বিলাপ ও কুমদের চোর ধরা ।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার ।

কুমদ পড়িল ধরা, কুমদ পড়িল ধরা,
 তাহা দেখি কামিনীরে নাহি ধাম ধরা ।
 ধনী করিছে রোদন, ধনী করিছে রোদন,
 নাথের দেখিয়া গতি করিছে রোদন ।
 হার একি হলো দাম, হার একি হলো দাম,
 তাহার লাগিয়া মম ভেবে আগ যায় ।
 আর সহেনা যাতনা, আর সহেনা যাতনা,
 সহেনা আমার আগে তাহার যাতনা ।
 আমি ত্যজিব এ আগ, আমি ত্যজিব এ আগ,
 সে আমার আমি তার সে আমার আগ ।

কুমদ কামিনী ।

বল করি কি উপায়, বল করি কি উপায়,
 তাহার বিরহে মন ভেবে-প্রাণ যার ।
 কোথা রৈলে রসময়, কোথা রৈলে রসময়,
 এ দাসীরে দেখা দাও এসে এক সময় ।
 তুমি গুণের সাগর, তুমি গুণের সাগর,
 তোমা বিনে কেহ নাহি অবিল ভিতর ।
 মন ধৈর্য না ধরে, মন ধৈর্য না ধরে,
 তাহার লাগিয়া প্রাণ সমস্ত বিদরে ।
 সদা চক্ষে বহে নীর, সদা চক্ষে বহে নীর,
 তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ সমস্ত অশির ।
 আমি নারি যে সহিতে, আমি নারি যে সহিতে,
 আর মন মন নাগের বাসে যে রহিতে ।
 সদা জ্বলে মনানল, সদা জ্বলে মনানল,
 কান্ত বিহনে আমার কে করে শীতল ।
 আমি তাহার উদ্দেশে, আমি তাহার উদ্দেশে,
 তেজে বাস মনোহুঃখে যাব অন্য দেশে ।
 মোর মরণ মঙ্গল, মোর মরণ মঙ্গল,
 রাজকন্য কহে পঠি মরণ মঙ্গল ।

চোরের রাজ সভায় কথোপ কথন ।

পাত্র নিজ গণ কয় নৃপের সদন ।
 অনুভবে বুঝি চোর নৃপের নন্দন ॥
 বাক্যের ছটার জ্ঞান হয় জ্ঞানবাণ ।
 নৃপের জনম হবে হয় অনুমান ।
 শুনিয়া সবার বাণী কহেন নৃপতি ।
 চোরে আনিবারে পুনঃ কর অনুমতি ॥

কুমদ কামিনী ।

আজ্ঞা মাত্র চোরে আনিল কোটাল গণে ।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল কুমদমোহনে ॥
সত্য করি বল বেটা কোথায় আছিস ।
কীবা জাতি কার বেটাকীবা নাম হয় ॥
কোথা হতে এলি হেথা ছিলি কোন স্থানে ।
প্রকাশ করিয়া কহ সম সন্নিধানে ॥
তুমি যে নৃপের সূত জানিব কেমনে ।
নকর কীঙ্কর কেবা আছে তোর সনে ॥
কত দিন ছিলি তুই কানন ভিতর ।
কোথায় আছেন তোর দেখা যোগীবর ॥
সত্য যদি তুমি তারে না পারো দেখাতে ।
ভোমার হইবে মৃত্যু কোটালের হাতে ॥
দেখাতে পারিলে তোর কিছু না বলিব ।
জানিলে বিশেষ তোর তোর ছেড়ে দিব ॥
বাঁচিবার আশা যদি কর বাছাবন ।
প্রকাশ করিয়া কহ ভণ্ডার সনন ॥
বিমলার বাটীতে কি সত্য তোর বাস ।
বধিল তখনি তোর করিলে তামশা ॥
রায় বলে ক্ষতি নাথ তুমি দয়াময় ।
বধিলে বধিতে পার তুমি মহাশয় ॥
তুমি যদি কর দয়া তবে বাঁচি আগে ।
কামিনীর রূপ হেরি আমি ব্যানে জানে ॥
শুনিলে আমার মৃত্যু সে তাজিবে আগে ।
সে আমার আমি তার সে আমার আগে ॥
শুনিয়া দ্বিগুণ মলে কান্দিপের পতি ।
আনরে বেটার মাথা কাটি শীঘ্রগতি ॥

কুমদ কামিনী ।

মরিলে জুড়াবে ঞ্গ সে মম মঙ্গল ।
তারে না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
বিচার করিয়া দণ্ড কর নৃপমণি ।
আমারে বধিলে বিস্ত্র মরিবে সে ধনী ॥
ইহা বুঝে কর কায তুমি মহীপাল ।
কাটিল আমারে তব ঘটিবে জঞ্জাল ॥
নৃপ বলে ওরে বেটা নাহি চিতে ভয় ।
কিঞ্চিৎ পরেতে দেখি কিবা শাস্তি হয় ॥
রাজকুমার ভাবি কুমারি রচিল পয়ার ।
কুমদমোহন রাগ কি ভয় তোমার ॥
পিরীতি করিতে গেলে সব মৈত্রেয় হয় ।
পাইবে কামিনী তুমি তোমার কি ভয় ॥

বিমলারে রাজনভাঙ্গ আনিতে রাজ্যের আদেশে
এ কোটালগণের গমন ।

ত্রিপদী ।

নৃপের আদেশ পেয়ে, চলে সবে ক্ষত হয়ে,
বিমলারে আনিতে কোটাল ।
উপনীত তার বাসে, নগর ঘেরি চারি পাশে,
নানামতে দেয় গালাগাল ॥
যত ভাবা ছিল তার, নিল আদেশে রাজ্যের,
বিমলার কি কব দুর্গতি ।
রামা বলে একি দায়, শিখাইব কহে রাম,
চল যাব যথায় নৃপতি ॥
কোন ঘোষে ছবি নই, মিথ্যা কথা নাহি কই,
কেন মোরে কহ কুবচন ।

কুমার কামিনী ।

ওরে গজানি কুটনী, কিছুই জাননা ধনী.

চল আগে নৃপের সদন ॥

যরে বাসা দিয়া চোরে, কথা কও পুনঃ ঘোরে,

লজ্জা নাই তোর পূর্ণ নাশি ।

নৃপের অশ্বরে চুরি, এ সব তোর চাতুরী,

যার জ্যেষ্ঠ তোরে দিলে ফাঁসি ॥

আমি থাকি একাকিনী, নাহি আমার মন্দিরী,

কার করিছু কুটনীপণা ।

কার দূত বধু করে, দিছু মিলায়ে কাহারে,

মম আগে সহেনা খাচনা ॥

শালি নিলি বলে শালি, তোর মুখে দিব কালী,

কালী যদি হন সান্নকুল ।

খসে যাবে তোর মুখ, দূরে যাবে মম চুঃখ,

ভুঁমি তারী সকলের সুল ॥

রক্ষে কর এ দানীরে, শাস্তি কর নৃপাধিরে,

নতুবা মা যার গো কীবন ।

আগতে ভাবিলে মনে, রহিবে না যে গোপনে

উপায় কি করি গো এখন ॥

ধরিয়া মাগির কেশে, লাথি চর মারে শেষে,

লরে যায় রাজার সদনে ।

বিমলা জানিল মনে, ধরেছে বৃক্শ সে জনে,

নৈলে কেন আসিবে ভবনে ॥

না বুঝে করেছি কায়, বধে বৃক্শ মহারাজ,

প্রাণ যায় আজি পর দাস ।

ছলনে করিল মুখ, ঘটিল অশেষ দুঃখ,

এ দুঃখ কহিব আমি কাম ॥

কুমদ কামিনী।

মরিলে জুড়াবে জাগ সে মম মঙ্গল।
 তারে না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
 বিচার করিয়া মণ্ড কর নৃপমণি।
 আমারে বধিলে কিন্তু মরিবে সে ধনী ॥
 ইহা বুঝে কর কায তুমি মহীপাল।
 কাটিলে আমারে তব ঘটিবে জঞ্জাল ॥
 নৃপ বলে ওরে বেটা নাহি চিতে ভয়।
 কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ কিবা শাস্তি হয় ॥
 রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল পয়ার।
 কুমদমোহন রায় কি ভয় তোমার ॥
 পিরীতি করিতে গেলে সব নৈতে হয়।
 পাইবে কামিনী তুমি তোমার কি ভয় ॥

বিমলারে রাজসভায় আনিতে রাজার আদেশে
 ও কোর্টালগণের গমন।

ত্রিপদী।

নৃপের আদেশ পেয়ে, চলে সবে দ্রুত হয়ে,
 বিমলারে আনিতে কোর্টাল।
 উপনীত তার বাসে, নগর ঘেরি চারি পাশে,
 নানানতে দেয় গালাগাল ॥
 যত দ্রব্য ছিল তার, নিল আদেশে রাজার,
 বিমলার কি কব দুর্গতি।
 রাসা বলে একি দায়, শিখাইব কহে রায়,
 চল বাব যথায় নৃপতি ॥
 কোন দোষে দ্বিষি নই, মিথ্যা কথা নাহি কই,
 কেন মোরে কহ কুবচন।

কুমার কামিনী ।

২৫

ওরে গস্তানি কুটনী, কিছুই জানমা ধনী.

চল আগে নৃপের সদন ॥

ঘরে বাসা দিয়া চোরে, কথা কও পুনঃ ঘোরে,

লজ্জা নাই তোর পূর্ণ নাশি ।

নৃপের অঙ্গরে চুরি, এ সব তোর চাতুরী,

যায় কোথ তোরে দিলে কাঁসি ॥

আমি থাকি একাকিনী, নাহি আমার নন্দিনী,

কার করিছু কুটনীপণা ।

কার স্তুতা বধু করে, দিছু মিলায়ে কাহারে.

যম আগে সহেনা যাতনা ॥

গালি দিল বলে শালি, তোর মুখে দিব কালী,

কালী যদি হন মানুকুল ।

খসে যাবে তোর মুখ, দূরে যাবে মম দুঃখ,

তুমি ভারা সকলের স্কুল ॥

রক্ষে কর এ দাসীরে, শাস্তি কর নৃপতিরে,

নতুবা মা যার গো জীবন ।

আগেতে ভাবিলে মনে, রহিবে না যে গোপনে.

উপায় কি করি গো এখন ॥

ধরিয়া মাগির কেশে, লাথি চর মাঝে শেষে,

লরে যায় রাজার সদনে ।

বিমলা জানিল মনে, ধরেছে বুকি সে জনে,

নৈলে কেন আসিবে ভবনে ॥

না বুকে করেছি কায়, বধে বুকি মহারাজ,

প্রাণ যায় আজি পর দায় ।

ছুজনে করিল দুখ, ঘটিল অশেষ দুঃখ,

এ দুঃখে কহিব আমি কিস ॥

যাহা করেছিনু মনে, এবে তা হেরি নয়নে,
ধন প্রাণে মজিনু এবার ।

হার বিধি তুমি বাদী, হয়েছি হে অপরাধী,
কুপা করে কর হে উদ্ধার ॥

ঠেকেছি বিষম দায়, এবে তাবি প্রাণ যায়,
কুপাময় হরি কুপা কর ।

রাজা কিবা করে দণ্ড, বুঝি করে প্রাণ দণ্ড,
ভয়ে প্রাণ হলো অর অর ॥

বিমলারে নৈয়া কোটালগণের রাজসভায়
উপনীত ।

পয়ার ।

বিমলারে আনিলেক নৃপের সভায় ।
হেট মুখে কোপ দৃষ্টে চেয়ে দেখে রায় ॥
জিজ্ঞাসেন মহীপাল কহরে তাঁতিনী ।
কি জানিস তুই বেটা চোরের কাহিনী ॥
তোর বাসেতে কিরে সত্য চোরের বাসা ।
সত্য বল কর যদি বাঁচিবার আশা ॥
কোথায় উহার বাস থাকে যত জনে ।
চুরি করে কত দ্রব্য রেখেছে ভবনে ॥
কার বেটা কিবা নাম কিবা জাতি হয় ।
সত্য করি কহ মোরে তার পরিচয় ॥
বিমলা কহিছে তুমি ধর্ম অবতার ।
চোরের যা জানি কহি হুজুরে তোমার ॥
শুনেছি উহার মুখে শুন হে রাজন ।
সুরাট নামেতে রাজ্য কথায় ভবন ॥

কুমদ কামিনী ।

৫৫

কুমদমোহন নাম নৃপের ভনয় ।
মম বাসে বাসা ওর আশি আশি কর ॥
সুরেশচন্দ্র নৃপের উনি হে নন্দন ।
এই মাত্র মহীপাল জানি বিবরণ ॥
তর্জনে গর্জনে রায় কহিছে বসিয়া ।
কোথারে কোটাল রাখ কারাগারে নিয়া ॥
উহার বুকেতে দেহ চাপারে পাষণ ।
আজি কুটনীরে তোর বধিব পরাণ ॥
কামিনীর বাসে চুরি তোমার ঘটনা ।
তোমায়ে কাটিলে মম পুরে যে বাসনা ॥
চোরেয়ে কেমন করে আনিলি যাসেতে ।
তার প্রতিফল আজি দিব বিশেষেতে ॥
কেমনে করিলি কায মমে নাহি ভয় ।
বল বেটী কেবা তোরে দিরাছে আশ্রয় ॥
কুমদ কহিছে আশি সহেনা যাতনা ।
তুমি তো ইহার হেতু যেনে কি জাননা ॥
আমার আশি গো তুমি কামিনীর মাসী ।
মিলাইয়া দিলে মোরে হইয়া হিতাশী ॥
তোমার কারণে মোর নাম হৈল চোর ।
চিত্তে নাহি বাস ডর পুনঃ কর জোর ॥
নিত্য নিশিতে আমার সাজায়ের মণী ।
কামিনীর বাসে লয়ে যেতে তুমি ধনী ॥
এখন আমার প্রাণ চাহে যে তাহারে ।
না হেরে যে পাই ছুঃখ জানাইব কারে ॥
বিমলা কহিছে ক্রোধে লজ্জা নাহি তোর ।
যার লাগি করি চুরি সেই বলে চোর ॥

রাজকুমার কহে পশ্চিম লো তঁাকিনী ।

আমিত জানি রে ধনী তোমার কাহিনী ॥

কুমদের রাজার নিকটে আক্ষেপ ।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার ।

কহি শুন মহারাজ, কহি শুন মহারাজ,

কেনা কর তুমি মোরে করেছি যে কায ।

তুমি ধর্মের সাগর, তুমি ধর্মের সাগর,

কাটিলে কাটিতে তুমি পার নৃপবর ।

আমি করেছি যে কায, আমি করেছি যে কায,

বধিলে আমারে ইথে পাবে তুমি লাজ ।

মোর মরণ মঙ্গল, মোর মরণ মঙ্গল,

তারে না পাইলে মোর জীবন বিকল ।

তারে হেরিতে বাসনা, তারে হেরিতে বাসনা,

না হেরে তাহার মনু বৈরজ ধরেনা ॥

অঙ্গ অঙ্গে যার খেদে, অঙ্গ অঙ্গে যার বেদ

দিবা নিশি অঙ্গে প্রাণ তাহার বিচ্ছেদে ।

আমি নারি যে সহিতে, আমি নারি যে সহিতে,

থেকে থেকে তার রূপ পড়ে যে মনেতে ।

মম চক্ষে বহে নীর, মম চক্ষে চহে নীর,

কামিনীর বিহনে প্রাণ হতেছে অস্থির ।

আমি তাহার কারণে, আমি তাহার কারণে,

নারী রূপে ঘাইতাম তাহার ভবনে ।

সে যে লইয়া আমার, সে যে লইয়া আমার,

করিত যতক রক্ত তুলানে সবার ।

আমি করেছি পণ, আমি করেছি পণ,
 হারালে বিহারে তারে লইব কঙ্কণ ।
 আমি হারিলে বিহারে, আমি হারিলে বিহারে;
 যতেক ভূষণ মম দিব যে তাহারে ॥
 সে যে বিহারে হারিল, সে যে বিহারে হারিল,
 হারিয়া বিহারে মোরে তুষিতে লাগিল ।
 কর বিচার নৃপতি, কর বিচার নৃপতি,
 বারেক আনিতে তারে কর অনুমতি ॥

রাজপুত্রের যোগির নিকটে গমন ।

পর্যায় ।

রাজা বলে শুন চোর কোথা যোগীবর ।
 যাও ভূমি আনিবারে কানন ভিতর ॥
 তারে না দেখালে তোর বধিব জীবন ।
 নৃপের আদেশে রায় করেন গমন ॥
 সঙ্গে দিল নরবর যতেক কোটাল ।
 আগে আগে চলে যেন কালান্তক কাল ॥
 পশ্চাতে রাখিয়া যায় কত কত দেশ ।
 কানন ভিতরে হল উপনীত শেষ ॥
 তাবেন কুমদ রায় কামিনীর কপ ।
 দেখিল তথায় এক মৃগ অপকপ ॥
 সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ অতি মনোহর ।
 কপেতে করেছে আলো বনের ভিতর ॥
 যতেক কোটালগণ পথের আমেতে ।
 নিদ্রা যায় অকাতরে তথা বকলেতে ॥

কুমদ কামিনী ।

কুরঙ্গ করিছে রঙ্গ দেখিছে রাজান ।
 ভাবিছে এমন মৃগ না দেখি কখন ॥
 কখন কুরঙ্গ হয় যোড়শী রূপমী ।
 কখন করিছে রঙ্গ করে লয়ে অশী ॥
 তাহা দেখি নৃপস্থত ভাবেন অন্তরে ।
 কছু নিকটে আসি কুরঙ্গ রঙ্গ করে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া রায় না পান সন্ধান ।
 উচিত এখান হতে করিতে প্রস্থান ॥
 উঠিল কোটালগণ পলায় কুরঙ্গ ।
 দেখে কোটালগণ কুরঙ্গের রঙ্গ ॥
 কুমদের বাণী শুনি দেখিছে সকলে ।
 না পায় দেখিতে মৃগ যার তবে চলে ॥
 রায় বলে একি হেরি কাননেতে রঙ্গ ।
 দেখিলাম আজি আমি স্বর্ণের কুরঙ্গ ॥
 নিশাচরী হবে বুঝি হয় অনুমান ।
 হুরায় উচিত হয় ত্যজিতে এ স্থান ॥
 বলেছিল যোগীবর মোরে যে বচন ।
 সেই বাক্য আজি মোর হল হে স্মরণ ॥
 আগেতে তাহার বাণী করিনে প্রত্যয় ।
 দেখিলাম তাহা আমি অসম্ভব নয় ॥
 এইরূপে এড়াইয়া কত কত স্থান ।
 উপনীত হল শেষে যোগী সন্নিধান ॥
 পূর্বমত যোগীবর আইল যোগেতে ।
 দেখিয়া কুমদ রায় ভাসেন দুখেতে ॥
 যতক কোটালগণে নত করে গীর ।
 ইহিকে বলিতে তবে কহিলেন ধীর ॥

কুমারমোহন রায় করিল প্রণাম ।
 রূপা কর যেন হয় পূর্ণ মনকাম ॥
 দেখিয়া কোটালগণ করে অনুমান ।
 সামান্যত নর যোগী এই হয় জ্ঞান ॥
 ইহার কাছেতে পাব এর পরিচয় ।
 জানে যোগীবর হবে যথায় আলয় ॥
 কেহ বলে দেবতা গন্ধর্ব কিবা নর ।
 এইরূপে অনুমান করে পরস্পর ॥
 পিরীতের না পায়ে অস্ত শাস্ত করি মন ।
 রাজকৃষ্ণ ভাবে কৃষ্ণ হৃদে সর্বক্ষণ ॥

যোগীর সহিত কুমদের কথোপকথন ।
 ধ্যানে হতে উঠি যোগী কহেন রাজনে ।
 পুনঃ বাছা তুমি হেথা এলে কি কারণে ॥
 এত দিন কোথা ছিলে কহ বিবরণ ।
 কি কারণ হেরি এত বিরস বদন ॥
 সবিশেষ বিচরিত্ত শুনিতে বাসনা ।
 প্রবঞ্চনা মোরে বাছা করোনা করোনা ॥
 তোমার মঙ্গলে হয় আমার মঙ্গল ।
 শুনিলে তোমার দুঃখ নেত্র বহে জল ॥
 কি কব তোমারে আমি যত ভাল বাসি ।
 হেরিতে তোমারে বাছা সদা অভিলাষী ॥
 কান্তি পূর্ণ নগরে করে ছিলে কি গমন ।
 কহ শুনি চক্ষুচূড় কেমন রাজন ॥
 হেরেহ নরনে কি গো তাহার নন্দিনী ।
 কেমন প্রণয়ী কহ কুমারী কামিনী ॥

বিভা কি হরেছে তার কুমদমোহন ।
 বিচারে জিনিয়া তারে নিলে কোন জন ॥
 রার বলে মহাশয় কর অবধান ।
 বিবরিয়া কহি শুন তব সম্মিধান ॥
 এত দিন ছিলাম গো কাঞ্চিপ নগরে ।
 বাসা করি থাকিতাম বিমলার ঘরে ॥
 সেই মিলাইয়া দিল মূপের কুমারী ।
 তাহার বিরহ জ্বালা সহিতে না পারি ॥
 কামিনীর রূপ আমি ছেরি যে নিরত ।
 না হেরে তাহারে প্রাণ হলো ওষ্ঠাগত ॥
 বাইতাম নিশি যোগে নিত্য তার বাসে ।
 নারী বেশে থাকিতাম কামিনীর পাশে ॥
 এইরূপে নিত্য নিশি করিয়া যাপন ।
 প্রকাশিয়া কহি শুন দৈবের ঘটন ॥
 এক নিশি কুতূহলে মাতিয়া তরঙ্গে ।
 ছুজনে ছিলাম মোরা কোড়ুক তরঙ্গে ॥
 দুখ নিশি পোহাইল দুঃখ রবি আমি ।
 কুউদিত নূপ বাসে লয়ে দুঃখ রাশি ॥
 কলঙ্ক কিরণে তার আচ্ছাদিত করে ।
 ছুজনার ডুবাইল কলঙ্ক সাগরে ॥
 অনঙ্গবৃক্ষেরী সে রবির রাহুগ্রহ ।
 তাহার গ্রহণে রায় দিলেন নিগ্রহ ॥
 জমাদার করে হল ধরিলেক করে ।
 বাঁধিয়া যুগল করে লক্রে গেল ধরে ॥
 না জানি এমন হবে দৈবের ঘটনা ।
 কোটালের কই গালি না হয় বর্ণনা ॥

যে যাতনা সহেছি গো কব কি কৌতুক ।
 শরনে সপনে মনে পড়ে তার মুখ ॥
 অতএব কৃপাময় হও সারুকুল ।
 কৃপা করে তুমি মোরে যদি যাও কুল ॥
 তা হলে বাঁচিবে প্রাণ পাব পরিজ্ঞান ।
 নতুবা কুপতি মোর বধিবেক প্রাণ ॥
 তব তুল্য মৈত্র মম নাহিক সংসারে ।
 এবার বিপদে তুমি বাঁচাও আমারে ॥
 নৃপের আলয়ে চল তুমি কৃপা করি ।
 নাহি যদি যাও তবে আমি প্রাণে মরি ॥
 শুনিয়া কহেন যোগী ভেবনা রাজন ।
 তব গালি যায় যদি আমার জীবন ॥
 তথাপি তোমারে কেহ নারিবে বধিতে ।
 হবেনা হবেনা রাম যাতনা সহিতে ॥
 সুচাইব তব হৃৎখ যাইব আপনি ।
 কামিনী পাইবে তুমি গুন গুণমণি ॥
 নিশ্চয় জানিও ইহা নাহি কর ভর ।
 অবশ্য যাইব আমি কান্তিপ নগর ॥
 রুদ্রে কৃষ্ণের পদ ভাবি মনে মনে ।
 *পরার প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ ঘোষ তনে ॥

কুমদের সহিত যোগীর রাজ সভার উপনীত ।
 কুমদের বিনয়েতে তুষ্ট যোগীবর ।
 বলে বাছা চল যাই কান্তিপ নগর ॥
 সূত সম ডাল বাসি তোমারে রাজন ।
 শুনিয়া তোমার হৃৎখ বিষাদিত মন ॥

কুমদ কহিছে প্রভু তুমি দরাসর ।
 বিপদে পড়িলে তুমি দিও পদাশ্রয় ॥
 এড়াইয়া কত স্থান শেষে যোগীবর ।
 উপনীত হল গিয়া কান্তিপ নগর ॥
 কুমদে কহেন যোগী শুন বাহাদর ।
 কোথায় নৃপের বাস কহ বিবরণ ॥
 রায় বলে মহাশয় কিঞ্চিৎ দূরেতে ।
 নৃপের চিড়িয়াখানা ইহার পরেতে ॥
 তাহার ভিতরে আছে যতেক বিহঙ্গ ।
 বন যন্ত আছে কত ভুজঙ্গ কুরঙ্গ ॥
 তাহার পশ্চাতে ধীর নৃপের আলয় ।
 অতুলনা সেই পুরী তুলনা না হয় ॥
 চারি পাশে গড় তার অতি মনোহর ।
 তথায় থাকেন নৃপ শুন গুণাকর ॥
 উপনীত হন যোগী নৃপের সভায় ।
 মহা সমাদরে রায় সভাতে বসায় ॥
 সভাস্থ সকল লোক নত করে শির ।
 যোগী কন থাক সুখে পাশে নৃপতির ॥
 হরিষে হরহে কাল এই বাঞ্ছা করি ।
 পর সুখে সুখী আমি পর ছুঃখে মরি ॥
 আজি বড় শুভ দিন কহেন রাজন ।
 বুড়াল ভাপিত প্রাণ হেরে শ্রীচরণ ॥
 সদত বাসনা পদ হেরি গো নিয়ত ।
 রূপাকর যোগীবর আমি জ্ঞান হত ॥
 আর এক নিবেদন করি সন্নিধানে ।
 চোরের কি নাম হয় বাস কোন স্থানে ।

কিবা জাতি কার যেটা জানেন বিশেষ ।
 কাটিলে উহারে দুঃখ নাহি হয় শেষ ॥
 যে কর্ম করেছি মোর না হয় বর্ণনা ।
 আমার অন্দরে চুরি করিয়া ছলনা ॥
 শিখাইতাম উহারে করি কি উপায় ।
 নাচারে পড়েছি প্রভু ভেবে প্রাণ যায় ॥
 কলঙ্ক ঘুচাতে গিয়া কলঙ্ক কিনিব ।
 লদয়ের ধন তার দুঃখ কি দেখিব ॥
 কেমনে সহিব বল হইয়া নির্ভুর ।
 ক্রোধেতে কাপিছে অঙ্গ জনক ঠাকুর ॥
 কেন বা না কহি নোরে করিলে এ কায ।
 ইহাতে কাটিলে ওরে নাহি কোন লাজ ॥
 যে যেমন কর্ম করে তার দণ্ড আছে ।
 ক্রোধেতে করিয়া কর্ম পড়াইব পাছে ॥
 কর্ম দোষে নিজ নাম হীন অভিশয় ।
 আপন ক্রোধেতে জেষ্ঠ ব্যক্ত বিশ্বময় ॥
 যোগী কন শুন রায় কহি পরিচয় ।
 কুমদমোহন নাম কুরাট আগর ॥
 সুরেশ্বর নৃপতির কনিষ্ঠ নন্দন ।
 বন্ধুর বিচ্ছেদে ইনি ভ্রাজিয়া ভবন ॥
 নিরাহারে অমিতেন কাননে কাননে ।
 দৈব যোগে উপনীত আমার সদনে ॥
 কহিয়াছিলাম ওরে তোমার কাহিনী ।
 কাহিনী নানেন্তে আছে তাহার নন্দিনী ॥
 বিচাবে পণ্ডিত বড় নবিনে সে ধনী ।
 জিনিজে তোমারে তারে দিবে নৃপমণি ॥

কান্তিপ নগরে বাস কুবিখ্যাত নাম ।
 তাহার সভাতে তুমি যাও গুণ ধাম ॥
 বিচারে হইবে অন্ন নৃপের সভায় ।
 সুভাসনে দিবে বিভা চন্দ্রচূড় রায় ॥
 কিছু দিম থাকি তথা যাবে নিজ বাসে ।
 পাঠায়েছিলাম আমি এই অভিলাষে ॥
 পরম পণ্ডিত রায় কুমদমোহন ।
 তব শুভাসনে বিভা দাও হেরাজন ॥
 ইহাতে নাহিক লাজ নৃপের তনয় ।
 উহারে কামিনী দিতে উপযুক্ত হয় ॥
 গোপনে করেছে কায না কহি তোমারে ।
 এই মাত্র দোষ নৃপ ক্ষমহে উহারে ॥
 জামতার যজ্ঞ বটে চায়ে দেখ রায় ।
 নাহিক তনয়া মোর কি করি উপায় ॥
 আহা মরি কিবা হাসি না দেখি স্বরূপ ।
 কুমদমোহনে কন্যা দান কর ভূপনা
 রাজা বলে মহাশয় করি নিবেদন ।
 ক্রোধ আসি সদা মোরে কর নিবারণ ॥
 আপনার বাক্য আমি লজ্জিতে না পারি ।
 অবশ্য কুমদে আমি দিব হে কুমারী ॥
 কুমদমোহনে রায় কহেন যতনে ।
 কেনবা করিলে তুমি না কহে গোপনে ॥
 নিজ দোষে পেলে তুমি তার প্রতিকল ।
 কুমদ কহিছে প্রভু সে মম মঙ্গল ॥
 বারেক হেরিলে তারে ছুঃখ দুরে যাবে ।
 সে যে প্রাণাধিক ধন আমারে সে পাবে ।

রাজকুমার ভাবে কুমার সমত অন্তরে ।

দীননাথ কর পার এ তব সাগরে ॥

কুমদ কামিনীর রাজ্য কর্তৃক বিবাহ

যোগীর বচনে ভুক্ত হইয়ে রাজন ।

কামিনীর বিবাহের করে আয়োজন ॥

পাত্র মিত্রগণে কম নিমন্ত্রিতে হবে ।

শুভ দিন শুভকণে শুভকর্ম হবে ॥

রীতিমিত আছে ঘাহা না করিলে নয় ।

শান্তিতে হরিজা পরে দুজন্য হয় ॥

রামাগণ আসি সবে হরিজা মাধায় ।

শুলকে পূর্ণিত হলো হেরে দুজন্য ॥

এয়োগণ উল্লুখনি দেয় অবিরত ।

কুমার নিশি কুউদিত কুমার নিশি গত ॥

বিবাহের দিন স্থির হলো লগ্ন মতে ।

কন্যা দান মদীপাল করেন সে মতে ॥

নিমন্ত্রিতগণ আসি হলো উপনীত ।

দ্বিজগণে চিন্তা করে নৃপতির হিত ॥

পাত্র মিত্রগণ আসি যতেক আশাত্য ।

সভাস্থ হইল সবে হইয়ে কুটার্থ ॥

নানা শাস্ত্রে বাজিতেছে বিবিধ বাজনা ।

কালয়াত গুণিগণ কত শত জনা ॥

বাজিকর বাজী করে অতি চমৎকার ।

সে কথা কহিতে গেলে বর্ণিতে অপার ॥

পুরোহিত মন্ত্র বলে শাস্ত্রের বচন ।

সম্প্রদান করে নৃপ রজত কাঞ্চন ॥

বিবাহ নিষাহ হলো পরে স্ত্রী আচার ।
 বাসর গৃহেতে যান নৃপের কুমার ॥
 যত পুরবাসীগণে করিছে কৌতুক ।
 দূরে গেল মন দুঃখ উথলিল সুখ ॥
 দুজনার মন দুঃখ ছিল যত মনে ।
 বিচ্ছেদ মিলন হলো শুভ সেইক্ষণে ॥
 জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত মিত্রগণ ।
 সুখেতে সকলে রাজ্য করণ ভোজন ॥
 ভোজনান্তে নিজ বাসে সবে যায় চলে ।
 ভূধরের যশ ব্যাখ্যা করিলে সকলে ॥
 কুমদিনী কুমদের উদিত হরিবে ।
 হেরিয়া যুগল নেত্রে হরিষে বরিষে ॥
 রামাগণ তারাগণ রয়েছে ঘেরিয়া ।
 রতি রতি পতি যিনি যুড়ায় হেরিয়া ॥
 বাসর শূন্যায় করে সকলে যতনে ।
 হাস্ত পরিহাস্ত করে কুমদের সনে ॥
 সভাস্থ সকলগণ কামিনীর দল ।
 কামিনীর বাসে সবে করে কোলাহল ।
 পালঙ্ক উপরে বসে কুমদমোহন ।
 মহিষী আইল তথা করিতে বরণ ॥
 বরণ করিলে রাণী যান নিজ বাসে ।
 রামাগণ নৃপসুতে বিনয়ে সভাষে ॥
 কামিনী কহিছে নাথ নাহি ছিল মনে ।
 পুনঃ মোর দেখা হবে আর তব সনে ॥
 নিম্নত নেত্রের নীরে বন্ধ ভেষে যেত ।
 তব লাগি করেছি পু জীবনান্ত ব্রত ॥

আশা বণ নীর আমি করিয়ে ভঙ্গ ।
 করেছি হে প্রাণনাথ জীবন ধারণ ॥
 কদম্বের চাঁদ তুমি হওহে উদয় ।
 তব অদর্শনে হেরি সব কৃষ্ণময় ॥
 আনন্দ কীরণে নাথ নাশ দুঃখরাশি ।
 আমি চকরিণী তব সুখা অভিলাষী ॥
 বাক্যের তরঙ্গে হল অরুণ উদয় ।
 সে যে সভা কিবে শোভা বর্ণন না হয় ॥
 সুউদিত প্রভাকর লয়ে সুখ করে ।
 আনন্দেতে রামাঙ্গণ যান স্থানান্তরে ॥

কুমদ কামিনীর রহস্য ।

নাগর নাগরী দোহে বিচ্ছেদে মিলনে ।
 মাতিল দ্বিগুণ সুখে চেয়ে সঙ্কোপনে ॥
 নিরন্ত কিস্করীগণ কাছে নিযোজিত ।
 কুমদ ভাবিছে বাসে যাইতে উচিত ॥
 কেমন আছেন মম জনক জননী ।
 মম লাগি কাঁদিতেছে দিবস রজনী ॥
 অতএব কহি প্রিয়ে যাইব জালয় ।
 চিত্তেতে নাহিক সুখ দুঃখ মাতিশয় ॥
 কামিনী কহিছে নাথ যাব তব সনে ।
 কিছু কাল থাকি হেথা যাইব ছুজনে ॥
 এতদিন ছিলে তুমি সদা মন দুঃখে ।
 এবে নাথ কিছু দিন থাক হেথা সুখে ॥
 রায় বলে রসবতী নারিব রহিতে ।
 ব্যাকুল হয়েহে প্রাণ না পারি থাকিতে ॥

কুমদ কামিনী ।

নিতান্ত তোমার যদি থাকিতে বাসনা ।
 তবে মোরে বিধুস্বামী করোনা হলমা ॥
 পুনর্বার আসি আমি যাইব লইয়া ।
 স্বরাস বিদায় কর রাজনেন কহিয়া ॥
 ধনী বলে প্রাণনাথ এ আর কেমন ।
 কেমনে নির্ভূর হয়ে কহিলে বচন ॥
 তুমি মম ধন প্রাণ গুণের সাগর ।
 আমারে ত্যজিয়া যাবে সুরাট নগর ॥
 নাহি তব দয়া ধর্ম একি হেরি ধারা ।
 হেরিয়া তোমার ধারা নেত্রে বহে ধারা ॥
 তোমার কি ক্ষতি নাথ পাইবে লুতন ।
 আমার হইতে আর করিবে যতন ॥
 যে দুঃখ সে হবে মোর কব কি তোমায়ে ।
 তোমার মুড়াবে প্রাণ হেরিয়া তাহারে ॥
 কিন্তু অধিনীর প্রাণ নহে তব মত ।
 তোমা বিনে অন্য জনে নাহি মন রত ॥
 কহি শুন গুণনিধি যাবে নিকেতনে ।
 তবে মোরে কৃপা করে লয়ে যেও সনে ॥
 তব অদর্শনে আমি ত্যজিব জীবন ।
 নিম্নত বাঞ্ছিত চিত্ত হেরি সর্বকণ ॥
 পুরাতন হলে নাথ যতন কে করে ।
 লুতনে লুতনে সদা রাখে সমাদরে ॥
 প্রথম মিলন হলে যত সুখোদয় ।
 কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ নাহি তত রয় ॥
 কুমদ কহিছে ধনী করমা হলমা ।
 রাজকুণ্ডে কর দয়া করাল বদনা ॥

কুমদমোহনের রাজার নিকটে স্বদেশে যাইবার
প্রার্থনা ।

প্রভাতে উঠিল নৃপ হরিষ অন্তরে ।
কুমদে বসান কাছে পরম আদরে ॥
গুরু পুরোহিত আমি সবার সন্মানে ।
জামতারে কন রায় বিনয় ধচমে ॥
কিছু দিন থাক বাছ! আমার নগরে ।
অন্তরের ধন তুমি রাখিব অন্তরে ॥
কামিনীরে দিলে আমি পেয়েছি তোমারে ।
অন্তরে যেওনা কড় ভুলায়ে আমারে ॥
কুমদ কহিছে শুন করি নিবেদন ।
গত রজনীতে আমি দেখেছি সপন ॥
জনক জননী মম পড়ে ধরাগমে ।
আবণের ধারা সম বহিছে নয়নে ॥
তাহার কারণে সলা আছি মন দুঃখে ।
বাসনা যাইব বাসে পরম কৌতুকে ॥
বিদায় আমিারে কর নৃপ মহাশয় ।
অর অর কলেবর কর্তি মাতিশয় ॥
বহুদিন হল আমি তেজে আমি বাস ।
কানন ভিতরে গিয়া থাকি অর্ধ মাস ॥
তথা হতে তব বাসে আছি কিছু কাল ।
স্বয়ং বিদায় দেহ মোরে মহীপাল ॥
নিভান্ত যাইব বাসে করেছি বাসনা ।
যে দুঃখ পেতেছি আগে না হয় বর্ণনা ॥
রায় বলে বাছাধন শান্ত কর মন ।
তাহার কারণ কেন এত উচাটন ॥

দৈবের ঘটনা যাঁহা হইয়াছে ঘটনা ।

ক্ষমিবে আমারে তুমি তা ভাবি ভেজনা ॥

এই সদা চিতে সাধ লোচন ভরিয়া ।

দিবা বিভাবরি হেরি সদনে রাখিয়া ।

কিঞ্চিৎ বিনয় কর আনায়ে আচার্য্য ।

বাসেতে যাত্রার দিবা করাইব ধার্য্য ॥

কোতয়াল চোপদার যতক আমার ।

রাখিয়ে আসিবে গিয়া আলয়ে তোমার ॥

রায় বলে মহাশয় কি কায কিস্তরে ।

কিঞ্চিৎ নাহিক ডর তব রূপা মোরে ॥

যাইব অনেক পথ এই সদা ডরি ।

ইহার কারণে চাহি দিতে হে প্রহরি ॥

সভাস্থ সকলগণে আদেশিল রায় ।

আনিবারে গৃহাচার্য্য তাহার সভায় ॥

আনিবারে চোপদার যতক চলিল ।

আনিয়া আচার্য্য সবে ছুজুরে ভেটিল ॥

নূপ কন গৃহাচার্য্য দিবা কর স্থির ।

জামতা যাবেন বাগে হইয়াছে অস্থির ॥

শুভ দিনে শুভ ক্ষণ দেখ শুভ তারা ।

বিচারিয়া দেখ সবে কেবা কোথা তারা ॥

জ্যোতিষের মতে দিবা কর নিকপণ ।

যে যোগে করিলে যাত্রা অসাধ্য সাধন ॥

এমত দিবস দেখ করিয়া গণনা ।

যে যাত্রায় নাহি ঘটে বিপদ ঘটনা ॥

গৃহাচার্য্য কন নূপ করি নিবেদন ।

গত কল্য শুভদিন অতি শুভক্ষণ ॥

চন্দ্র তারা শুভ আছে উত্তম বাসর ।
 উক্ত দিবা কর স্থির তুমি নৃপবর ॥
 যাত্রায় সুকল হবে শাস্ত্রের বচন ।
 উক্ত দিনে জামতারে পাঠাবে ভবন ॥
 অত্যন্ত উষাতে যাত্রা করিতে বিধান ।
 যেনা ইচ্ছা নরবর কর প্রমিধান ॥
 রাজকুমার ঘোষ ভনে রচিয়া পয়ার ।
 কুমদমোহন বাসে যাইবে এবার ॥

কামিনী মহিষ কুমদমোহনের বিদায়
 সজা করি বসিলেন চন্দ্রচূড় রায় ।
 পাত্র মিত্রগণ আদি লইয়া সবার ॥
 কোত্তয়াল চোপদার কাতারে কাতার ।
 দণ্ডাইল সবে মেলি সদনে রাজার ॥
 নকিব কুকারে সদা হরিষ অন্তরে ।
 কোলাহল অরক্ষনি সকলেতে করে ॥
 পাত্র মিত্র গণে রায় কহেন তখন ।
 কুমদে ভাণ্ডার হতে দেহ বহু ধন ॥
 রজত কাঞ্চন আদি ভূষণ প্রবল ।
 কুমদমোহনে দিতে কহেন ভূগাল ॥
 আনিল কিস্কর গণে নৃপের আদেশে ।
 নিয়োজিল অবিরত বিশেষে বিশেষে ॥
 মল্লিকা মালতী দুই সঞ্চে দাসী দিল ।
 কুমদমোহন রায় ভূষিতে লাগিল ॥
 তুমি মর্ম্ম ধন প্রাণ দেখ রেখ মনে ।
 তোমা সম কেহ নাই এতিন ভুবনে ॥

কুমদ কামিনী ।

পুনঃ মম ধামে কবে হবে আগমন ।
 প্রকাশিয়া কহ শুনি নৃপের নন্দন ॥
 রায় বলে মহাশয় তোমার ভবন ।
 হেরিতে বাসনা সদা তব পদোদয় ॥
 প্রাণের অধিক মম কুমারী কামিনী ।
 যাহারে না হেরে তাবি দিবলে বাসিনী ॥
 তাহারে তোমারে বাছা করেছে আর্পণ ।
 দেখ রেখ গুণমণি আমার জীবন ॥
 করি অশ্রু আদি তরি দেবা ইচ্ছা হয় ।
 এল তুমি বাছা কিসে যাইবে আলয় ॥
 কুমদ কহেন নৃপ করি নিবেদন ।
 তরি আরোহণে বাসে করিব গমন ॥
 তা হলে স্বরায় উপনীত হব গিয়া ।
 সহেনা বিলম্ব দেহ স্তুদায়্য করিয়া ॥
 শুনিয়া কহেন নৃপ ডাকিয়ে কিস্তরে ।
 নাবিক গণেয়ে যাও আন স্বরা করে ॥
 আজ্ঞা মাত্র দ্রুতগণ চলিল তখন ।
 আনিল নাবিক গণে নৃপের মদন ॥
 নৃপ কন কণ্ঠধারে আনিতে তরুণী ।
 জামতা বাসেতে মম যাবেন এখনি ॥
 সুরাট নগরে লয়ে যাইবে তথায় ।
 সাবধান করি তরি বাহিবে স্বরায় ॥
 কুমদ প্রণাম করে রাজারে রাণীয়ে ।
 দুর্গা দুর্গা বলি জান বাটীর বাহিরে ॥
 কামিনীর করে ধরি মহিষী কহিছে ।
 অবিরত শত ধারা নরনে বহিছে ॥

কেমনে রহিব আমি না হেরে তোমারে ।
 জননী বলিয়া কেগো ডাকিবে আমারে ॥
 শূন্য পুরী করে মম যাইবে জননী ।
 মন ছুঃখে রব আমি দিবস রজনী ॥
 শুনিলে তোমার ধনী ভাষিতাম সুখে ।
 এবে যাবে চলে তুমি ভাসাইয়া ছুঃখে ॥
 অঙ্কের নয়ন তুমি দারিত্রের ধন ।
 রুদয়ের ধন তুমি অমূল্য রতন ॥
 বারেক না হেরিলে গণিতাম প্রমাদ ।
 এখন সে মাধে মম ঘটিল দিসাদ ॥
 কামিনী বিনয় করি করিছে রাণীরে ।
 ভাসিতেছে বিধুদুখী নয়নের নীরে ॥
 ভেবনা জননী তুমি হওনা কাহর ।
 আসিব এখানে পুনঃ কিছু দিন পর ॥
 প্রবোধিয়া জননীরে নত করে শীর ।
 হর্ষ মনে যায় ধনী বাণীর বাহির ॥
 মহাপা হইতে দৌড়ে উঠিল তরিতে ।
 নৌকা বাহি গণে তরি খুলিল তুরিতে ॥
 বাহিতে লাগিল তরি দিবস রজনী ।
 অষ্ট দিনে কালীধামে গঁড়হিল তরণী ॥
 কর্ণধারে কন রায় হরিশ অন্তরে ।
 বাসনা হেরিব গিয়া দেব বিশ্বসরে ॥
 এই স্থানে রাখ তরি শুন বাহা ধন ।
 কিছু দিন এই স্থানে করিব যাপন ॥
 কালীধামে উপনীত নৃপের কুমার ।
 রাজকুমার ঘোষ কর রচিয়া পয়ার ॥

কুমদ কামিনীর কালীধামে উপনীত ও মণি নাপিতিন

সহিত কুমদের সাক্ষাৎ ।

ভরি হতে নৃপ স্তম্ভ উঠিয়া সঙ্কর ।

হেরিবারে চলিলেন দেব বিশ্বেশ্বর ॥

মুগলে বুগল রূপ করে দরশন ।

অমিতেছে কালীধামে বাসার কারণ ॥

কেনকালে নাপিতিনী আইল তথায় ।

হেরিয়া কুমদে ধনী বিনয়ে সূধায় ॥

কি কাবণ অমিতেছ হেরি হারে হারে ।

প্রকাশিয়া কহ মোরে তত্ত্ব কর কারে ॥

এদেশী নাহিক হবে করি অনুমান ।

অনুভাবে বুঝি তুমি ধনির সন্তান ॥

আমারে কহিলে পাবে সব সমাচার ।

কিবা আস কোথা বাস কহহে তোমার ॥

কুমদ কহিছে শুন মম পরিচয় ।

কুমদমোহন নাম স্তরাটে আলয় ॥

অচ্ছ জানিয়াছি হেথা বাসা নাহি পাই ।

বাসার কারণে মোরা কিরি টাই টাই ॥

মিলাইরা দেহ বাস করুণা প্রকাশি ।

আমি তব স্তম্ভ সম তুমি মম মাসী ॥

মণি বলে গুণাকর তুমি ভাগ্যধর ।

রূপা করে চল যদি কিঞ্চিৎ অন্তর ॥

তা হলে পারিব দিতে উত্তম আলয় ।

তথায় করিতে বাস তব যোগ্য হয় ॥

তাহার দক্ষিণে হয় আমার ভবন ।

নিয়ত হেরিব আমি গিয়া চিত্রণ ॥

কুমদ কামিনী ।

কুমদ কহেন চল যাইব তথায় ।
কিছু দিন আছে আস থাকিতে হেথায় ॥
এই রূপে চলিলেন কুমদমোহন ।
মণির সঙ্কেতে জান বাসার কারণ ॥
ধাৰ্য্য করি তথা বাসা নৃপের কুমার ।
তুরিতে তরিতে জান যায় পুনর্জার ॥
ডাকিয়া নাবিক গণে কহেন সত্বর ।
ভুলিতে সকল জবা স্থলের উপর ॥
জাহাজ মাত্র জুলিলেক নৌকা বাহিনী ।
বাঁধাতে রাগিয়া এল দরলে যতনে ॥
বহু ধন দিল মাঝে তরিতে অস্তরে ।
যাইবারে পান সব কাঙ্ক্ষিপ নগরে ॥
কোমরা মাঝে যাও নৃপের সদনে ।
সবিশেষ বিবরণ কহিবে রাগনে ॥
মজিল নাবিক গণ খুলিয়া তরনী ।
বাহিতে জাগিল তরি দিবস রজনী ॥
কুমদ কামিনী মোহে হরষিত মনে ।
কানী ধানে করে বাস জানিলে দুজনে ॥
এক দিন নুঃ সূত মণির মন্দিরে ।
গিয়া ছিলেন দিবসে হেরিতে মণিরে ॥
দৈবযোগে হেরিলেন এক চিত্রপট ।
যাহাতে মজিল মন কুমদের চৈ ॥
রায় বলে ওগো মামী বল গো কাহিনী ।
এই পটে লেখা রূপ কাহার নন্দিনী ॥
মণি বলে বাছা ধন আছে তাতে লেখা ।
পড়িলে পশ্চাতে তার পরে পাবে দেখা ॥

প্রেমের না পায়ে অন্ত ভাবি হরি সার ।

রাজকুমার ঘোষ কয় রচিয়া পয়ার ॥

কুমদের আক্ষেপ ও মণির কিশোরীর নিকটে

কুমদের পরিচয় ।

পয়ার ।

চিত্র পটে হেরে চিত্র হতেছে অস্থির ।

সেই রূপ হলে মনে নেত্রে বহে নীর ॥

সেই মুখ হেরিবারে সদত বাসনা ।

রূপা করি দেহ দেখা সুখাংশু বদনা ॥

মণিরে কহেন রায় কহ বিবরণ ।

কার চিত্র পট করিলাম দরশন ॥

মণি বলে নিবেদন করি নৃপবর ।

ইন্দ্রকান্ত নামে আছে এক মল্লগর ॥

আহার নন্দিনী এই দেখ গুণমণি ।

রমণীর শীরোমণি সে চাঁদবদনী ॥

সেই ধরা যামে ধন্য হবে যেই পতি ।

কত সুখে সেই জন ভুঞ্জিবেক রতি ॥

নাম তার কিশোরী সে পরমারূপসী ।

তার রূপ হেরে শশী ভুনে পরে খসি ॥

সেইরূপ বারেক যে হেরেছে নয়নে ।

কটাক্ষ শরেতে তারে বিধেছে যতনে ॥

রায় বলে সে ধনীরে হেরিব কেমনে ।

সদত জাগিছে মম সেইরূপ মনে ।

চিত্র পটে হেরে চিত্র হতেছে চঞ্চল ।

সেইরূপ হলে মনে নেত্রে বহে জল ॥

কেমনে হেরিব বল করি কি উপায় ।
 মিলন অভাবে ভেবে ভেবে প্রাণ যায় ॥
 নাপিতিনী বলে কহি শুন হে রাজন ।
 তব বাসা হতে তারে করাব দর্শন ॥
 নিত্য হে আলতা নিতে যাই তার পায় ।
 অস্ত গিয়া তার বাসে দেখাব তোমার ॥
 যথোচিত ভাল বাসে আমারে সে ধনী ।
 জাগি আমি বলে মোরে তাহার জননী ॥
 সে আমারে মাগী বলে করুণা প্রকাশি ।
 প্রাণের অধিক আমি তারে ভাল বাসি ॥
 তোমার কুটুম পরে থাকিব বতনে ।
 তাহার কুটুমে মোরা থাকিব ছতনে ॥
 ত্রুটি করি তার বাসে যাও আগে মাগী ।
 হেরিলে তাহারে আমি আনন্দেতে ভাবী ॥
 নতুবা ভাবিব প্রাণ তাহার কারণে ।
 নিয়ত বাঞ্ছিত চিত হেরিতে নয়নে ॥
 মণি বলে চলিলাম কিশোরীর কাছে ।
 কিন্তু বাসি মনে উর ব্যক্ত হয় পাছে ॥
 ইন্দুকান্ত মহে শান্ত কুতান্ত সমান ।
 এ কথা শুনিলে কর্ণে বধিবে পরাণ ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী যায় ভাড়াভাড়ি ।
 উপনীত হলো যথা সাধুর কুমারী ॥
 দেখিল কিশোরী গৃহে আছেন সন্ননে ।
 কিশোরী কিশোরী বলে ডাকিছে বতনে ॥
 শুনিয়া মণির ধনী উঠিল কিশোরী ।
 মণি বলে বাছা তব ছাখ ভেবে মরি ॥

চারি দিন হলো আজি দেখিনী তোমারে ।
 যে দুঃখে ছিলাম আমি নারি বর্ণিবারে ॥
 সুরাট নগরে বাস নৃপের কুমার ।
 কুমদমোহন নাম বাসা কাছে তার ॥
 মাসী মাসী বলে মোরে বড় কপবান ।
 অবনীতে নাহি হেরি তাহার সমান ॥
 কিবা স্বর পিঙ্গরত শুনিয়া পলায় ।
 হেরিলে তাহার অখি মৃগ লাজ পায় ॥
 আন্তরে হেরিলে তারে জ্ঞান হয় শশী ।
 গগণের শশী ভূমে পড়িয়াছে খসি ॥
 ধনু সম দুই ভুঝ কিবা তার হানি ।
 হেরিলে তাহারে মন বাসে হতে দানী ॥
 কুমদের হেরে রহু রাজকুমার কয় ।
 দীননাথ দীনবন্ধু দিও পদাত্রয় ॥

কুমদের কিশোরীর সহিত মিলন ও কিশোরীর আক্ষেপ

কুমদের কণ শুনি ভাবিছে কিশোরী ।
 মগিরে কহিছে মাসী উপায় কি করি ॥
 কেমনে হেরিব তারে বল গো আমায় ।
 না হেরিলে তার কপ ভেবে প্রাণ যায় ॥
 কি কথা কহিলে মাসী কদম্ব বিদরে ।
 মিলন বিহনে মন ধৈর্যজ না ধরে ॥
 একে অভাগিনী তাহে চির বিরহিণী ।
 আমার সমান কেহ নাহি অনাধিনী ॥
 যৌবন ছইল গত বিভা নাহি হলো ।
 প্রেমের মালঞ্জে তরু বারি বিনে মল ॥

তাহে কোকীলের স্বর শর জ্ঞান হয় ।
 বুকে দুঃখ মুখে হাসী প্রাণে নাহি শয় ॥
 মণি বলে বিনোদিনী তোমার বিরহে ।
 অহর্নিশি তার প্রাণ জ্বলি রহ দহে ॥
 চিত্রপটে তব রূপ করে দরশন ।
 চিত্রেতে নাহিক স্মৃতি বিষাদিত মন ।
 নাস্ত্যনা করিয়া তারে রাখিয়া ভবনে ॥
 তোমারে দেখাব বলে এসেছি যতনে ॥
 আশাবারি করে প্রাণ আশা করে ভর ।
 তব আশে পথ চাহি আছে নিরন্তর ॥
 এই তব বালাখানা বাটীর উপরে ।
 সাধ থাকে হেরিবারে চল মন চোরে ॥
 তথা গিয়া সঙ্কোপণে দেখিবেন নয়নে ।
 দুজনের যাবে দুঃখ হেরিয়া দুজনে ॥
 নে আছে কুটিম পরে আশে হেরিবারে
 তাই আসিয়াছি হেথা কহিতে তোমারে ।
 কিশোরী কহিছে মাসী হেন দিন হবে ।
 বিধি কি মিলায়ে দিতে রমের জর্জবে ॥
 চল চল তবে যাই জীবন জুড়াই ।
 সে আমার ধন প্রাণ যদি তারে পাই ॥
 অন্ধেতে নয়ন পেলে যত সুখোদয় ।
 আমার জন্মে হবে পূর্ণ চন্দ্রোদয় ॥
 দুই স্থানে দুই জনে রাখিয়া গোপনে ।
 মণি দেখাইয়া দিল কুমদমোহনে ॥
 ভাবিছে দুজনে হেরে দুজন্যর রূপ ।
 কিশোরী কহিছে মাসী না দেখি স্বরূপ ॥

আহা মরি ওরে বিধি গড়েছে নিষ্ঠুরে ।
 কদয়ের ধনে সদা রাখিব যতনে ॥
 কমল লইয়া করে নৃপের কুমার ।
 ধনীরে ইন্দ্ৰিতে কন অধীন তোমার ॥
 তব প্রেমে মজিলাম দেখ রেখ ধনী ।
 ত্যজনা ত্যজনা মোরে সুখাশুবদনী ॥
 অঞ্চলে ইন্দ্ৰিত করে কহিছে কিশোরী ।
 কদয়ের ধন এস কদে রূপা করি ॥
 তোমারে জীবন সঁপে বুড়াইব প্রাণ ।
 তুমি মম ধন প্রাণ তুমি ধ্যান জ্ঞান ॥
 দুজনের প্রেমে মজে ভাবিছে দুজনে ।
 হেরিয়া গোপনে রাজকুমার ঘোষ ভনে ॥

কুমদের নিকটে কিশোরীর স্বর্ণের বাঁশী প্রবেশ ও কুমদে:

নিশিতে কিশোরীর বাসে গমন ।

পন্ন্যার ।

স্বর্ণের বাঁশী এক কিশোরী যতনে ।
 মণিরে দিলেন দিতে কুমদমোহনে ॥
 নিত্য যামিনীতে তারে আনিবে এখানে ।
 তুমি তিনি ভিন্ন যেন অন্য নাই জানে ॥
 কহিবে তাহারে করিতে বংশীর ধনী ।
 আসিবার কালে মম বাসে গুণমণি ॥
 শুনিলে বাঁশীর ধনী গবাকের দ্বারে ।
 রজু কেলি দিলে তুলি লইব তাহারে ॥
 বাঁশী লয়ে নাপিতিনী চলিল তবনে ।
 কিশোরীয়ে তুষি যার বিনয় বচনে ॥

মগিরে বিদ্যার দিবে তাবিছে কিশোরী ।
 কতক্ষণে সুউদিত হবে বিভাবরী ॥
 কেমনে হেরিব আমি সেই গুণাকরে ।
 না হেরে তাহারে মোর কদম্ব বিনরে ॥
 মগি গিয়ে উপনীত হলো নিজ বাসে ।
 কুমদ ধনীরে ডাকি বিনয়ে জিজ্ঞাসে ॥
 কি বলিলে কহ মামী সে বিধুবদনী ।
 মিলন বিহনে আছি মগিহার্য কণী ॥
 নিবেদন করি শুন নৃপের নন্দন ।
 নিশিতে তাহার বাসে করিতে গমন ॥
 তোমারে কহেছে মোরে করিয়ে বিনয় ।
 তার চিল্ল বাঁশী এই দেখ মহাশয় ॥
 গোপনে নিশিতে গিয়া বাজাবে বাজরী ।
 শুনিলে বাঁশীর ধনী আসিতে কিশোরী ॥
 এই বাক্য কহি মোরে পাঠালে সে ধনী ।
 তার চিল্ল বাঁশী এই লহ গুণমণি ॥
 চমকিলাম আমি বাসে নিশিতে আসিব ।
 হুজনার মন ছুঃখ আজি ঘুচাইব ॥
 বিদায় হইয়া মগি যায় নিকেতনে ।
 কুমদ তাবিছে মনে যাইব কেমনে ॥
 কখন হইবে অন্ত আজি দীনমগি ।
 কতক্ষণে আজি হবে উদয় রজনী ॥
 বারেক হেরিয়া মন করেছে হরণ ।
 মিলন বিহনে মোর দহিছে জীবন ॥
 ওহে নিশাকর ভূমি হও হে সদয় ।
 মিলাইয়া দেহ তারে হইয়ে উদয় ॥

তপন তাপেতে তরু হলো অর অর ।
 কিশোরী বিহনে প্রাণ দহে নিরাস্তর ॥
 কিশোরীরে নাহি হেরে হেরি শূন্য ময় ।
 তার অদর্শন কাণে বিদীর্ণ হৃদয় ॥
 এইরূপে ক্রমে অন্ত হলো প্রভাকর ।
 সুউদিত সুধাকর লয়ে সুখকর ॥
 হেরিয়ে রজনী দৌহে সুখেতে ভাবিছে ।
 কিশোরী নাথের আশে নিয়ত ভাবিছে ॥
 কুমদ সুসাজ করি বাঁশী লয়ে করে ।
 মণিরে ডাকিতেছেন হরিষ অন্তরে ॥
 এন মানী চল যাই যুড়াতে জীবন ।
 শুনিলে তাহার ধনী যুড়াবে শ্রবণ ॥
 মণি বলে কহি শুন নৃপের তনয় ।
 উত্তমার কৰ্ম বাচা এ সকল নয় ॥
 সঙ্কোপণে দুই জনে বাঁহিব বড়নে ।
 দেখ বাছা যেন নাহি জানে অন্য জনে ॥
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কিঞ্চিৎ রজনী ।
 হইলে তাহার বাসে যাব গুণমণি ॥
 সদাগরে সদা ডরি পাছে ব্যক্ত হয় ।
 তাহার কারণে মোর চিন্তা অতিশয় ॥
 কুমদ না শুনে নানা কহে মাসী চল ।
 না হেরে সে বিনোদিনী নেত্রে বহে জল ॥
 সে আছে আমার আশে চাহি আশা পথে
 ত্রিভুবনে কেহ নাই মোর তোমা হতে ॥
 মণিরে লইয়া সঙ্গে কুমদমোহন ।
 কিশোরীর নিকেতনে করেন গমন ॥

গবাক্ষের ভারে গিন্না বাজান বাঁশরী ।
কুমদে যতনে তুলি লইল কিশোরী ॥
জানন্দে মাতিল দৌঁছে হেরিয়া ছুজনে
পর্যাব প্রবন্ধে রাজকুমার ঘোষ ভণে ॥

কুমদ কিশোরীর রহস্য ও বিবাহ ।
কুমদের করে ধরি যতনে কিশোরী ।
বসিলেন লয়ে তারে সিংহাসনোপরি ॥
গজকর্ণ বিবাহ করে করে আঁখি ঠার ।
সে সভা দেখিতে শোভা অতি চমৎকার ॥
রতি রতি পতি সহ হলো উপনীত ।
হেরিয়া যুগল রূপ ভাবে চমকিত ॥
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি করি খুলি নিজ মালা ।
কুমদের গলে দিল হাসি সাধু বাল্য ॥
অস্ত্র হতে গুণনিধি হলে মম নাথ ।
তাজিয়া যাওনা মোরে করিয়া অনাথ ॥
তুমি মনি আমি কনি অধিনী তোমার ।
ত্রিভুবনে তোমা সম কেহ নাহি আর ॥
তুমি মম ধন প্রাণ তুমি ধ্যান জ্ঞান ।
তোমাতে হারালে নাথ ত্যজিব এ প্রাণ ॥
রায় বলে বিনোদিনী কর কেন খেদ ।
তুমি আমি এক প্রাণ দেহ মাত্র ভেদ ॥
জীবন না হলে অস্ত্র বিচ্ছেদ হবেনা ।
যুচাইব মন দুঃখ যাতনা রবেনা ॥
সভাস্থ সকলে গেল নিজ নিজ স্থান ।
মণি বলে কহি দৌঁছে কর অবধান ॥

ঘটক বিদায় কর গতা ভঙ্গ হয় ।
 গুনিয়া দিলেন হার নৃপের তনয় ॥
 কিশোরী হাসিয়া কয় কুমদমোহনে ।
 অতি শুভ দিন আজি মম নিকেতনে ॥
 গুণ শশধরে হেরি হৃদয় মাঝারে ।
 ধরি পায় রসরাজ ত্যজনা আমারে ॥
 মানসে প্রতিমা আমি করেছি নির্মাণ ।
 বিচ্ছেদে গুণনিধি দিব বলিদান ॥
 যতনে আকিঞ্চনে সাজায়ে সারি সারি ।
 গানস নৈবিদ্য করি দিব ভক্তি বারি ॥
 আনন্দ জুগল পুষ্প করিব পূজন ।
 ছোপ ধূপ হবে মোর জীবন যৌবন ॥
 প্রণয় বসন সমাদরে পরাইব ।
 কুল মান অলঙ্কার অঙ্গে সাজাইব ॥
 বিবিধ বিধানে দেখ বিবিধ প্রকার ।
 বিবিধ ভূষণ মম বিবিধ বিহার ॥
 কহিলান গুণধাম তোমার সদনে ।
 পুরাও মনের সাধ হেরিব নয়নে ॥
 বাসনার হে বাসনা পুরাও বাসনা ।
 বারেক দেখাও রূপ সাজিয়া অঙ্গণা ॥
 তা হলে বুঝাবে প্রাণ যাবে মন ছুঃখ ।
 হৃদয়-কাননে বিকসিত হবে সুখ ॥
 রায় বলে সুধামুখী দেহ অভরণ ।
 রমণির রূপ আজি করিব ধারণ ॥
 পুরাব মনের সাধ সাজিয়া কামিনী ।
 বিচ্ছেদে বিসজ্জন দিব বিনোদিনী ॥

অনঙ্গ হেরিয়া রঙ্গ প্রফুল্ল বদনে ।
 যিনি রতি রতি বাণ হানে ছুই জনে ॥
 প্রেমের ভরজে দৌহে আভঙ্গ তুকানে ।
 পাড়িয়া যুগলে বাহে যুগলের টানে ॥
 যৌবন তরণী একে তরুণ তরণী ।
 নবীনে অবলা বালা কুখ্যাত বদনী ॥
 আনাড়ি অবোধ মন অবোধ কাণ্ডারী ।
 সাধ্য কি জমাতে পারে নে সাগরে পাড়ি ॥
 নাগর সাগর তাহে রসের সাগর ।
 আনন্দে আনন্দে পার হলো গুণাকর ॥
 কিশোরী আশোক ধজি করিয়া ধারণ ।
 উল্লাস আনন্দ বেগে করেন গমন ॥
 পিরীতি তুকানে ধনী হলো বানচাল ।
 কুমদ বাহিয়া যায় দিয়া ভক্তিপাল ॥
 ধরিয়া নাথের তরি সাধুর কুমারী ।
 যতনে গে সাগরে জমায়েন পাড়ি ॥
 এই রূপে কুমদে সাজানে ধনী নারী ।
 নিত্য নব রঙ্গ করে কিশোরী কুমারী ॥
 আনন্দ কোড়ুকে অন্ত হইল রজনী ।
 আনন্দে কুকুট গণ করিতেছে ধনী ॥
 কুমদ বিদায় হয়ে চলিল বাসায় ।
 পূর্বমত রজ্জু দিয়া কিশোরী নামায ॥
 যতনে হেরিছে দৌহে দৌহার নয়নে ।
 রচিয়া পয়ার হৃদে রাজকুমার তনে ॥

কুমদ কামিনী ।
কুমদ কিশোরীর মান ।
ত্ৰিপদী ।

এই কপে ভুই জনে, নিত্য নিশিতে গোপনে
রঙ্গরসে পোহায় রজনী ।
রায় বলে বিনোদিনী, শুন গজেন্দ্র গামিনী,
সত্য বাণী কহ মোরে ধনী ॥
আজি দিবসে শয়নে, দেখেছি আমি সপনে,
তোমার গৃহেতে অপক্লপ ।
জিনি পূর্ণ শশধর, এক পরম সুন্দর,
সে কপের না দেখি সঙ্কপ ॥
লইয়া তাহারে সুখে, আছ বসিয়া কৌতুকে,
নিরানন্দে করে নিরাঞ্জন ।
হেনকালে ছারে আসি, নিমন্ত রাজার বাঁশী,
সে রবেতে নাহি তব মন ॥
আমি ভাবিলাম মনে, পুনঃ কিরে বাব বনে,
মৃতনে মৃতন সমাদর ।
মৃতনেতে বলে বাহা, পুনঃ নাহি থাকে তাহা,
পুরাতন হলে অনাদর ॥
পরে নিদ্রা হলো ভঙ্গ, সে অবধি হর্ষ ভঙ্গ,
মনেঃ মানি ধিক্কার ।
যদি যায় এ জীবন, নারীরে না দিব মন,
রমণীর ঘটতা ব্যবহার ॥
অস্তরে গরল তার, অধরে সুধার ধার,
হাসিতে ঋপুর হরে মন ।
মনোহরা মন চোরা, ব্যক্ত আছে দেখ ধরা,
সদা ঘটে অনিত্য ঘটন ॥

কুমদ কামিনী ।

৫৫

শুনিয়া কিশোরী কয়, আশু মম বিশ্বময়,
নারী রহে পুরুষের মত ।

পুরুষ সরল নহে, একথা সকলে কহে,
নারীরে মজার অবিরত ॥

হইলে তার প্রেমাধীন, তনু ক্ষীণ দিন দিন,
তার ছুঃখ না হয় বর্ণনা ।

একি নাথ কহু হয়, কেমনে হলো প্রভাস,
করোনা দাসীরে প্রবঞ্চনা ॥

তা হলে ত্যজিব প্রাণ, জীবনে জীবন দান,
তোমা বিনা অন্য নাহি জানি ।

তুমি মম গতি মতি, তুমি সর্বস্ব সম্পত্তি,
শুন নাথ অধিনীর বাণী ॥

তাজ নাথ অভিমান, মানে রাখ মরি মান,
এ অধিনী আশ্রিত তোমার ।

ধরি পায় হে রাজন, শোক কর সম্বরণ,
কিবা দোষ দেখিলে আমার ॥

হেরে তব অধোমুখ, বিদরিছে মম বুক,
প্রাণ যায় কথা কও নাথ ।

অঙ্গ অলে যায় খেদে, আর বাচি না বিচ্ছেদে,
কেন হান রুদে বজ্রাঘাত ॥

নাহি গেল অভিমান, মানে রাখ নিজ মান,
অভিমানে মগ্ন হলো ধনী ।

তেজে নিজ অতরণ, বসনে ঢাকি বদন,
অধোমুখে সুধাংশু বদনী ॥

কুমদের গেল মান, হেরে তার অভিমান,
কিশোরীরে নাচে পান্ডে খেলা ।

কুমদ কামিনী ।

ভাঙ্গ ধনী অভিমান, না বুকে করেছি মান,
সদা মম কদম্ব বিদরে ॥

হেরে বিরম-বদন, দহে প্রাণ সর্বক্ষণ,
কম দোষ রাখি মম মান ।

ধরিয়া ধরণী পার, সাধে কত বুঝ রায়,
তবু নাহি গেল অভিমান ॥

বাড়ে ক্রমে মনঃ দুঃখ, যুচাও মনের দুঃখ,
যায় ধনী জীবন আমার ।

প্রবল মানভরজ, হেরিয়া দোহার রজ,
রাজকুমার রচিল পয়ার ॥

কুমদের মানভরজ ।

কুমদমোহন কয় শুন বিনোদিনী ।

চলিলাম বাসে অস্ত্র হইল কামিনী ॥

স্বদেশে করিব যাত্রা করেছি বাসনা ।

মনে রেখ এ অধীনে সুখা পুরদনা ॥

প্রাণে যদি বেঁচে থাকি আসিব পশ্চাৎ ।

নতুবা সাফাতে এই আমার সাফাৎ ॥

উঠিয়া কুমদ জান গবাক্ষের দ্বারে ।

কিশোরী তরঙ্গ যায় ধরিবারে তারে ॥

ধরিয়া বুগল করে বগান আদরে ।

দিবনা দিবনা বঁধু বাইতে আস্তরে ॥

কেমনে এমন কথা कहিলে হে নাথ ।

বাইবে বাসেতে মোরে করিয়া অনাথ ॥

ভাল হুই দয়া ধর্ম তুমি হে সুজন ।

এবে আনিলাম হলো অরণ্যে রোদিন ॥

ভুজ পাশে বাঁধি ধনী করিছে চুম্বন ।
 গেল মন দুঃখ হলো বিচ্ছেদে মিলন ।
 আলিঙ্গন আলাপনে পলায় সন্তাপ ।
 মুড়াল তাপিত প্রাণ গেল মনস্তাপ ॥
 রাম বলে গুণি ধনী পলকে প্রলয় ।
 তোমারে না হেরে দেখি সব স্নানময় ॥
 নিয়ত বাসনা রাখি মরনে নশনে ।
 তোমারে ত্যজে কি পারি যাইতে ভবনে ॥
 কিশোরী কহিছে নাথ জেনেছি যেমন ।
 কেন হে বাঁধাও দুঃখ কর আলাতন ।
 গুরুদয় আমরা নহে এক ক্লেবে রত ॥
 অভিনব ফুলে মন বাদে অবিরত ॥
 থাকিলে সপনে করে মহা সঙ্গাদর ।
 আশ্রয় হইলে ভাবে অশ্রুতে আশ্রয় ॥
 হেনকালে কুকুটেতে করিলেক ধনী ।
 দুই জনে আনিল আশ্রয় হইল রজনী ॥
 কুমদ কহিছে ধনী দেখলো বিদায় ।
 আশিব নিশিতে গুনঃ বাব হে বাসায় ॥
 ধনী বলে গুণিনিধি দিবসে হেরিতে ।
 নিয়ত বাসনা মোর তোমারে রাখিতে ॥
 কি করি হে গুরুজনে সদাই ভরাই ।
 নতুবা সদত লরে জীবন বুড়াই ॥
 দিবসে চাহিয়া পথে থাকি সজ্জগ ।
 নিয়ত তোমারে নাথ করিছে স্মরণ ।
 সত্য কহিয়া মুঢ়াও মনের আঁধার ।
 সত্য করে কহ মোরে নাথ ভুমি কার ॥

শুনিতে তোমার বাণী আছে হে বাসনা ।
 প্রতারণা অধিনীরে করো না করো না ॥
 কুমার কহিছে ধনী তোমা নম আর ।
 ত্রিভুবনে কেহ নাহি হেরিছে আমার ॥
 তুমি সম ধন প্রাণ তুমি হে জীবন ।
 হেরিলে তোমারে হয় চুঃখ বিমোচন ॥
 তুমি তরু আমি লতা থাকি এক ঠাই ।
 তোমারে লইয়া সদা জীবন যুড়াই ॥
 অভিমান গেল দূরে বিচ্ছেদে মিলন ।
 পয়ার প্রবন্ধে রাজকুমার ঘোষ কন ॥

মণির কামিনীকে কিশোরীর পরিচয় ।
 মণি ভাবে মনে মনে দেখিব কেমনে ।
 নাপুর নারীকে আশ হেরিতে নয়নে ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী যায় কুতুহলে ।
 উপনীত হলো গিয়া অন্তর মহলে ॥
 দেখিল কামিনী ধনী রহেছে বসিয়া ।
 বিদ্যাত লতার সূতা সম স্থির হৈয়া ॥
 আপাদ পর্য্যন্ত ধনী করে নিরক্ষণ ।
 বলে হেন রূপ কভু না করি দর্শন ॥
 কামিনীকে মণি তবে নত করে শীর ।
 সবিশেষ বিবরণ কহে কিশোরীর ॥
 শুনিয়া কামিনী কহে কোথা তার বাস ।
 বিবরিয়া কহে মোরে করিয়া প্রকাশ ॥
 মণি বলে জননী গো করি নিবেদন ।
 তব বাসার দক্ষিণে তাহার ভবন ॥

ইজ্জত নামে অতি শাস্ত সমাগর ।
 ধনে মানে কুলে শীলে সর্বাংশে কুমদর ॥
 কিশোরী তাহার স্নেহ নাথু সুপশ্চিত ।
 বিহারের লাগি মনে সদত চিন্তিত ॥
 সুবর্ণের বাঁশী এক দিরাছে সে ধনী ।
 প্রত্যহ নিশীতে যান করে তার ধনী ॥
 গবাক্ষের দ্বার হতে রজু আরোহণে ।
 প্রবেশ করেন বাসে নিত্য সংগোপনে ॥
 প্রভাত হইলে পুনঃ আসেন এখানে ।
 দুজনের বাক্য মারা দুই জনে জানেন ॥
 মণি নাপিতিনী বাসে করিল গমন ।
 কামিনী কুমদে কর বাঁশীর কারণ ॥
 কোথা পেলে গুণনিধি সুবর্ণের বাঁশী ।
 বিবরিয়া কহ শুনিবাবে অভিলাষী ॥
 গোপনে লুকায়ে বাঁশী রাখিল কামিনী ।
 ক্রমে সুখাকর সুপ্রকাশ দিবা জিনি ॥
 দিষ্টোন্নয়ন সানন্দী নানা করে জলযোগ ।
 কিশোরীর বাসে বেতে করেন উদ্যোগ ॥
 না পান খুজিবে বাঁশী কুমদমোহন ।
 বাঁশীর কারণে হন আকুল তখন ॥
 হায় বাঁশী কোথা বাঁশী কোথা বাঁশী পাই ।
 কেমনে তাহার বাসে বল আমি যাই ॥
 না পাইলে বাঁশী মম মরণ মরুল ।
 সে বাঁশী বিহনে প্রাণ হতেছে চঞ্চল ॥
 বিমর্ষ দেখিয়া ধনী জানিল অন্তরে ।
 বিনয়ে জিজ্ঞাসে নাথে পরম আরে ॥

কি লাগিয়া হেরি নাথ বিরস বদন ।
 ক্লার ছুঃখে দেখি ছুঃখি কহ বিবরণ ॥
 রায় বলে রসবতি মন নহে স্থির ।
 গত নিশি সপ্ন দেখে হতেছি আস্থির ॥
 কামিনী কহিছে নাথ করেছি মনন ।
 মানসে তবানী পদ করিল পূজন ॥
 নয় দিবা নয় নিশি করিল সাধনা ।
 দেখি কৃপা করে কিনা করালবদন ॥
 নিজ্জনে গৃহের মধ্যে থাকিব রাজন ।
 থাকিয়া একাকী আমি করিব পূজন ॥
 রায় ভাবে মনে মনে কিশোরীর কপ ।
 বাঁশী না পাউয়া ননা ভাবে কত কপ ॥
 হায় হায় প্রাণ যায় করি কি উপায় ।
 এমনোদে প্রমাদ হেরে ভেবে প্রাণ যায় ॥
 কোথায় রহিল বল সে বিধুবদনী ।
 সুখের যামিনী হলো দুঃখের রজনী ॥
 ক্ষপাকর কুউদিত আমার ভাগ্যোন্মত্তে ।
 জারা গণে হেরে অঙ্গ দহিছে খেদেতে ॥
 কবি রাজকুমার কয় নৃপের কুমার ।
 তোনার দিচ্ছেন ক্ষেদ বোঝা সাধ্য কার ॥
 কখন তক্ষর হত কখন অঙ্গনা ।
 কখন বাজারে বাঁশী ভূলাও অঙ্গনা ॥
 মল্লিকে মালতী দৌছে কহেন কামিনী ।
 রাখ রাখ মম বাণী আমার নন্দিনী ॥
 গোপনেতে সপ্ত তরি করগো রাজন ।
 যেন নাহি জানে যেন এসব রাজন ॥

আজ্ঞা মাত্র দুই দাসী চলিল সত্ত্বর ।
 সপ্ত খানি তরি দেখি অতি মনোহর ॥
 নিকপণ করে দোহে করিল গমন ।
 পরেতে কামিনী তরি করে আরোহণ ॥
 দাগমা লইল ধনী তরির ভিতরে ।
 তিন জনে পুরুষের তিন রূপ ধরে ॥
 মল্লিকে মালতী দোহে হল চোপদার ।
 কি কব দেখিতে শোভা অতি চমৎকার ॥
 কামিনী আপনি ধনী হলো সদাগর ।
 ক্রমেতে উঠিল সব তরির উপর ॥
 নৌকাদাহি গণে কহে সুধাংশু বদনী ।
 স্ববাস বাহিয়া চল সকলে তরণী ॥
 পুনঃ নিশি অবসানে আসিবে এখানে ।
 এ সকল বাক্য বেন কহে নাহি জানে ॥
 কামিনীর আদেশেতে খুলি সপ্ত তরি ।
 চলিল কিঞ্চিৎ দূর কাশী পরিহরি ॥
 এভাত কামিনী হলো বাহিছে তরণী ।
 মহা শব্দে করিতেছে লামার ধনি ॥
 মণিকর্ণিকার ঘাটে তরি উপস্থিত ।
 সপ্ত তরি দেখি তবে তাবে চমকিত ॥
 পরেতে পাঠান দূত সাধুর ভবনে ।
 বিবাহের বিবরণ লিখিয়া যতনে ॥
 লিপি লয়ে হর্ষ মনে মালতী চলিল ।
 সবিশেষ সদাগরে সব নিবেদিল ॥
 শুনে সাধু সদাগর আপন গৃহেতে ।
 কামিনীকে লয়ে যায় করিয়া সঙ্কেতে ॥

দিলেক উত্তম স্থান করিয়া যতন ।
 পরেতে জিজ্ঞাসে নাথু সব বিবরণ ॥
 কামিনী কহিছে বাস কর্ণাট নগর ।
 সুখময় রায় নামে তথা সদাগর ॥
 ভুবনমোহন নাম তাহার তনয় ।
 যষ্ঠ মাস হলে গত ত্যজিয়া আলয় ॥
 স্কন্ধ করিতে যাই সিনট নগর ।
 তথা হতে আসিয়াছি তোমার গোচর ॥
 কিশোরী নামেতে আছে তোমার কুমারী ।
 পরমা কপলী নাহি কুল তার নারী ॥
 বিভা করিবারে আসিয়াছি মহাশয় ।
 তুরিত বলগো মোরে যেনা যুক্তি হয় ॥
 গর কহে বাছা শাস্ত কর মন ।
 তোমাতে মম স্নেহে করিব অর্পণ ॥
 হেরিয়া তোমার রূপ যুড়ায় হে প্রাণ ।
 সম্ভান নাহিক মম ভূমি ধ্যান জ্ঞান ॥
 কিশোরীয়ে দিয়া বাছা তোমাতে পাইব ।
 নিম্নত নয়ন তরে তোমাতে হেরিব ॥
 নারীর চাতুরী হেরে ভাবিগো আকাশ ।
 কবি রাজকৃষ্ণ ঘোষ করিল প্রকাশ ॥

কামিনীর কিশোরীর সহিত বিবাহ ও তারি আরোহণ
 সদাগর রমণীয়ে হরিষ অন্তরে ।
 বিবাহের সবিশেষ কহেন আদরে ॥
 কর্ণাট নগরে বাস নাথুর নন্দন ।
 না দেখি সরূপ রূপে মদনমোহন ॥

কিশোরীয়ে সেই চাহে বিবা করিবারে ।
 যেবা মুক্তি হয় বদে জিজ্ঞাসি তোনারে ॥
 জামতার যোগ্য বটে বাসে মন দিতে ।
 প্রকাশিয়া কহ মোরে যেবা আছে চিতে ॥
 নিবেদন করি নাথ বিনয় বচনে ।
 কন্যার বিবাহ দিতে অয় এইক্ষণে ॥
 কি জানি দিনের গতি বদা নাহি যায় ।
 কখন অল্লাহি কীর কি নিধি ঘটীর ॥
 অতএব যদি জ্ঞান করিতে নিরীহ ।
 উচিত অরায় নাথ দিতে হে বিবাহ ॥
 রমণীর বাক্য শুনে সাধু সদাগর ।
 গৃহত্যাগ আনিবারে পাঠান কিস্কর ॥
 আনয়ে আচার্য্য সাধু দিবা করে স্থির ।
 শুভ লগ্নে বিবাহ দিলেন কিশোরীর ।
 বিবাহের পরে যাহা আছে পূর্বাপর ।
 ক্রমেতে নিরীহ করে সুখে সদাগর ॥
 কামিনী কিশোরী মোহে হইল নিলম ।
 কুমদে কিশোরী ক্রমে হলো বিশ্বমণ ॥
 নিম্নত কামিনী ধনী থাকে সাবধানে ।
 ভাক্ত হয় গুপ্ত কথা পাছে সাধু জানে ॥
 ওখানেতে ইন্দুকান্ত জানে না সন্ধান ।
 মনের উল্লাসে করে নানা অর্থ দান ॥
 জামতারে লয়ে সাধু আনন্দিত মনে ।
 ভোজন করান সুখে জ্ঞাতি বন্ধুগণে ॥
 কামিনী বিনয়ে কর সাধুর সদন ।
 অবধান নহাশয় করি নিবেদন ॥

চঞ্চল হয়েছে মন যাইতে আলয় ।
 চিত্রোত্তে নাহিক সুখ কন্ঠ নাতিশয় ॥
 হয় মাস হলো গত ত্যাজয়ে নিবাস ।
 মিলিট সহরে করি সুখেতে প্রবাস ॥
 এখন বিলম্ব আর সহেনা সহেনা ।
 হৃদয় ভঙ্গ নথি মন প্রবোধ মানেনা ॥
 শুনি জামতার বাণী ইন্দুকান্ত বার ।
 রজত কাঞ্চন কত দিল জামতায় ॥
 কিশোরীরে সঙ্গে দিল হরিষ অন্তরে ।
 আপনি আইল সাধু তরির উপরে ॥
 জামতারে সমাদরে ভূষিয়ে বচনে ।
 কিঞ্চিৎ বিলম্বে জান আপন ভবনে ॥
 কামিনী মালতীরে কহেন ধীরে ধীরে ।
 এ কথা না কর ব্যস্ত কহু কিশোরীরে ॥
 কিঞ্চিৎ দূরেতে তরি রাখিবে যতনে ।
 বাসাতে যাইব পুনঃ দুজনে গোপনে ॥
 তরি হতে দুই জনে উঠিয়া গন্তরে ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া জান কুমদ গোচরে ॥
 নারীর চাতুরী হেরে ভেবে প্রাণে মরি ।
 রাজ কৃষ্ণে অন্তে কৃষ্ণ দিও পদতরি ॥

কামিনীর কিশোরীর সহিত রহস্য ।
 কুমদের বাণী লয়ে কিশোরীরে ধনী ।
 আনন্দে দেখান হাসি সুধাংশুবদনী ॥
 কাহার বাঁশরী এই দেখলো চাহিছা ।
 কি ঘোষে সে জনে ধনী দেব না চাহিয়া ॥

কেন হলো সে ভাবাবের অভাব এখন ।
 এক বারে সে ধনেরে হলে পাসরণ ॥
 একি ভাব অসম্ভব সম্ভব না হয় ।
 মণি মাগী বল কোথা গেল এ সময় ॥
 কিশোরী পাঠিয়া ভয় ভাবে মনে মনে ।
 প্রাণনাথ এ সংবাদ জানিল কেমনে ॥
 কেমনে তাহার বংশী বিনা কোস জন ।
 তবেত জেনেছি এর সব বিবরণ ॥
 হায় বিধি রাখ প্রাণ কর পরিত্যাগ ।
 কলহ-সাগরে মান রাখ ভগবান ॥
 কিশোরী কহিছে নাথ দিওনা জ্ঞাতনা ।
 অবিরণে কেন দাও কখন যন্ত্রণা ॥
 বশির গতল নদা থাকিতাম বসে ।
 তাই নদা সশঙ্কিত জনকের আসে ॥
 কেমনে এমন কথা কহ গুণমাণি ।
 সত্য মিথ্যা জানে সব চন্দ্র দীনমণি ॥
 কামিনী কহিছে ধনী আহা মরি মরি ।
 বধিছে কাহারে লরে নিত্য বিভাবরি ॥
 কে যেত গবাকের দ্বারে রজ্জু আরোহণে ।
 তাহারে জুলিলে ধনী কিসেবি কারণে ॥
 তারি হৈতে নৃপমুতা উঠি সংগোপনে ।
 উপনীত হলো গিয়া কুমদ সদনে ॥
 পুরুষের বেশ সব লুকায়ে রাখিয়া ।
 কুমদেরে কন গিয়া বিনয় করিয়া ॥
 কোথায় কিশোরীনাথ কহ মহাশয় ।
 যার লাগি হয় তল বিদীর্ণ হৃদয় ॥

কেমন আছে সে বল সুধাংশু বদনী ।
 ঘারে না হেরিলে ভাব দিবস রজনী ॥
 সে এখন কোথা নাথ কহ সমাচার ।
 মণি মাসী গেল বল কোথায় তোমার ॥
 নিত্য মিনীতে যেতেছে বাজায় বাঁশরী ।
 কোথায় এখন নাথ আগের কিশোরী ॥
 রায় মনে মনে ভাবে জানিল কেমনে ।
 মণি মাসী আসি দ্বিগুণ বলেছে গোপনে ॥
 কুমদ কহিলে ধনী জান কত হল ।
 পরের কথায় মন করে না চঞ্চল ॥
 তোমা বই বিনোদিনী অন্য নাহি জানি ।
 কহি শুন বিশেষিয়া এই সত্য বাণী ॥
 এবার নিতান্ত বাসে করিব গমন ।
 বৈরজ না পরে মন সদা উচ্ছাটন ॥
 নাথ্য সতী পতিব্রতা কামিনী কুমারী ।
 রাজকন্যা কহে তুল্য হেরি নাহি নারী ॥

কুমদমোহনের আক্কেপ ও তরি আরোহণ ।
 শুনিয়া বিবাহ কিশোরীর ভাবে রায় ।
 নেত্রে বহে সত ধারা ধরা নাহি যায় ॥
 হারি বিধি একি দায় ভাসালে পাথারে ।
 এ যেন চোরের ধন লর বাটপারে ॥
 বহু ভাগ্যে পোয়ে তায় ছিলাম আনন্দে ।
 এখন কেমনে রব সদা নিরানন্দে ।
 সে আমার ধন প্রাণ গজেন্দ্র গামিনী ।
 না হেরিলে দহে প্রাণ দিবস যামিনী ॥

তাহার মুখেতে সুখী থাকি সর্সকণ ।
 তার রূপ হলে মনে বিরস বদন ॥
 নিয়ত নয়নে হেরি ময়নে মপনে ।
 এখন তাহারে ভাবি হেরিব কেমনে ॥
 সে ধনী আনার হয়ে লয়ে মন প্রাণ ।
 এখন আন্তর ভাবি করিল প্রশ্নান ॥
 হায় হায় প্রাণ যায় দুঃখ কব কায় ।
 আমার বোনার স্থপ বাক্ত করা দার ॥
 বিষ ওষ্ঠধর তার হাসি ভাল বাসি ।
 হোরলে তাহার হাসি নাশে দুঃখ রাশী ॥
 যখন শীরেতে হস্ত দিবে থাকে ধনী ।
 সৌন্দর্য্য দেখিতে লোভা বিছাত বরনী ॥
 কানিনীরে কন রাগ করিয়া যতন ।
 চল বাই রসবতি আপন ভবন ॥
 এখানে থাকিতে তার নাহিক বাসনা ।
 বাসে দিয়া চল প্রিয় যুবাব যাকনা ॥
 কানিনীর মল্লু তারি ছিল যে রাজন ।
 তাহাহে কুমদে লয়ে করিল গমন ॥
 ইজিতে কুমদে ধনী দেখায় কিশোরী ।
 বলে এরে চিন্তে পার দেখ রূপাকরী ॥
 ইহার কোথায় বাস কিবা নাম হয় ।
 বিবরিয়া প্রাণনাথ লহ পরিচয় ॥
 কটাক্ষ করিয়া গেল দুজন্যর দুঃখ ।
 উদয় বসন্ত হলো উখলিল সুখ ॥
 রায় বলে বিধুমুখি পাইলে কোথায় ।
 কেমন করিয়া এরে আনিলে হেথায় ॥

তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে ।
 তোমার সনান নারী না দেখি নয়নে ॥
 কামিনী কহিছে নাথ করি নিবেদন ।
 মণির নিকটে শুনি তব বিবরণ ॥
 শিবানী সেবিব যবে বলিহে তোমার ।
 সেই দিন গিয়াছিলা আমি হে তথায় ॥
 সঙ্গার হয়ে তবে আনিহে তরণী ।
 তাহার যুতাস্ত জান নাহি গুণমণি ॥
 অবিশ্রান্ত যাহে তরি নৌকা বাহিগণ ।
 বায়ুবেগে তার সম করিছে গমন ॥
 তাহে হরি হরি ধনী করে অবিরত ।
 পশ্চাতে রাগিয়া যায় দেশ কত শত ॥
 দীনমণি গুণমণি আকুল অন্তরে ।
 আকুল হইয়া জান আস্ত গিরি পরে ॥
 নিশাকর সুখকর লয়ে সু উদিত ।
 কুমদ হেরিয়া হলো পূজকে পূর্ণিত ॥
 সেই নিশি সেই স্থানে বাকিল সুখেতে ।
 প্রভাতে উঠিয়া বাহে নাবিক গণেতে ॥
 কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে তারা ।
 কেহ বলে নিস্তারিণী তার তব দ্বারা ॥
 অপার হরির লীলা বোঝা সাধ্য কার ।
 রাজকুমার কহে পক্ষি রচিয়া পয়ার ॥

কুমদমোহনের সুরাট নগরে উপনীত ।
 বাহিতে লাগিল তারি নৌকাবাহি গণে ।
 সুরাতানে যায় তারি পবন গমনে ॥

কুমদ কামিনী ।

একদিনা নানা দেশ বহু দিন পরে ।
উপনীত হলো গিয়া সুরাট নগরে ॥
কুমদমোহন রায় উঠিয়া সত্তর ।
চলিলেন বাসে হসে হরিশ অন্তর ॥
দেখেন আপন শোকে জনক জননী ।
মন দুঃখে করে বাস দিবস রজনী ॥
অবিশ্রান্ত শোকবারি বহিছে নয়নে ।
কুমদে না হেরে অন্ধ হরোছে দুঃজনে ॥
অন্য কথা নাহি মদ্য কুমদমোহন ।
নশনে কুমদ বলে করেন রোদিন ॥
দুঃজনের গেল দুঃখ হেরিয়া নন্দনে ।
কামিনী কিশোরী দোহে আনিল দতনে ॥
কুলবধু গণে সবে দেয় উলুখনী ।
পুনর্কিত হলো হেরে জনক জননী ॥
দীন দীন দ্বিজগণে হরিশ অন্তরে ।
রজত কাঞ্চন কত বিতরণ করে ॥
কহেন কিস্কর গণে নৃপের তনয় ।
তরণী হইতে দ্রব্য আনিতে আদয় ॥
আদেশে কিস্কর গণে আনিল সুরায় ।
নৌকাবাহিগণে দিল বহু ধন রায় ॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্তর ।
তরণী খুলিয়া সবে হইল অন্তর ॥
জাতি বন্ধুগণে দীর আনায়ে সকলে ।
ভোজন করান সবে মহা কুতূহলে ॥
মিষ্টান্ন সামিগ্র্য কত পারেন পিষ্টক ।
ভোজন করিছে কত ঘটক পাঠক ॥

কি দিন পরে মুখে দিই। রাজা ভার ।
 জান তীর পর্যাটনে এ নগর সার ॥
 জামনে কখন এ রাজ্য কখন এ নগর
 সুখ সমাধি এ রাজ্য কখন এ নগর ॥
 মনে ধোনে ধোনে এ রাজ্য কখন এ নগর
 নগরনে প্রজাগণ নগরনে কর ॥
 বিশেষ বর্ণিতে কোন বর্ণিতে অপার ।
 নগরনে প্রজাগণ নগরনে কর ॥
 জাম বাজার বিখ্যাত উহার মন ধাম ।
 কুসল কামিনী কর পূর্ণ নগরধাম ॥

আমি মীন চুরাচার, অধিক কি কব আর
 নগরনে প্রজাগণ নগরনে কর ॥
 রক্ষা পুরেতে রক্ষা, ছিল পূর্বে নগরধাম
 আজি তখন শিতা মহাশয় ॥
 ভাংরি যা কুল কামিনী, করিলে আমি অকালে,
 সে অমরদি এখানে ভবন ॥
 জগৎপুত্র নাম, নানা গুণে গুণধাম,
 তিন মুখ ততীর নগর ॥
 দুই মন নগরনে, অকালে কালেতে করে,
 সেই শোকে ভাজিলেন প্রাণ ॥
 কি করি নগর আকুল, ভেদে নগর পাশ কুল
 জাফি ইরি কর গরিব ॥

